NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ কলকাতা-সহ বঙ্গ জুড়ে বালি পাচার মামলায় অভিযান ইডির

জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ২

কলকাতা ২ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১৭১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.12.2025, Vol.19, Issue No. 171, 8 Pages, Price 3.00

২৬ হাজার চাকরি বাতিলই

পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি-তে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। সোমবার এই সংক্রান্ত শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই মামলায় আগে যে রায় ছিল, সেটাই বহাল থাকবে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও সুপ্রিম কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। তবে ২০১৬ সালের ওই প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল হওয়ায় অনেক ভালো পড়ুয়া তথা 'যোগ্য'রাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা মেনে নিয়েছে শীর্ষ আদালত। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির স্পষ্ট মন্তব্য, 'কোনও নিয়োগ খারিজ হয়, তখন ভালো পড়ুয়ারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যাঁরা ভালো পড়ুয়া, তাঁরা আবার নিযুক্ত

হয়ে যাবেন।'

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, যোগ্যতার মানদণ্ড উপেক্ষা করে বহু অযোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আদালত এটিকে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি' বলে অভিহিত করে। এর ফলে ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল করা হয়। পাশাপাশি আদালত এও নির্দেশ দেয় নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ করতে, যাতে কোনও দাগি অযোগ্য প্রার্থী অংশ নিতে না পারে। এই নির্দেশ রাজ্য সরকার ও এসএসসি পুনর্বিবেচনার আবেদন করলেও সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেয়।

এসএসসি-র ২০১৬ সালের সম্পূর্ণ প্যানেল দুর্নীতির অভিযোগে বাতিল করে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তার ফলে ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি যায়। আদালত জানিয়েছিল, নতুন করে নিয়োগপ্রক্রিয়ার আয়োজন করতে হবে কমিশনকে। চলতি বছরের মধ্যে তা শেষ করতে হবে। যাঁরা 'দাগি অযোগ্য' হিসাবে চিহ্নিত, তাঁরা নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সুযোগ পাবেন না। তাঁদের বেতনও ফেরত দিতে হবে। বাকিরা ওই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যোগ দেবেন। সেই অনুযায়ী কমিশন নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করে এবং নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রকাশ করা হয় নতুন তালিকা। কিন্তু চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ এ বিষয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

অশান্তির পয়লাতেই মুলতুবি লোকসভা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: ইঙ্গিত মিলেছিল রবিবারের সর্বদল বৈঠকেই। সেই পূর্বাভাস মিলিয়েই সোমবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে অশান্তি ছড়াল লোকসভায়। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই মুলতুবি হল অধিবেশন।

সোমবার থেকে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ছুটির দিনগুলি বাদ দিলে মোট ১৫ দিন অধিবেশন চলবে। সাধারণত শীতকালীন অধিবেশন ২০ দিন ধরে চলে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলি।

কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী সাংসদেরা সোমবার অধিবেশনের সূচনাতেই প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি করে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। পাল্টা প্রতিবাদ আসে শাসক দলের সাংসদদের বেঞ্চ থেকে। স্পিকার ওম বিড়লা জানান তিনি এসআইআর নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে রাজি। কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবির দাবি মানতে রাজি না হওয়ার শুরু হয় স্লোগান-পাল্টা স্লোগান। শেষ পর্যন্ত স্পিকারের নির্দেশে বেলা ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি হয় অধিবেশন।

সোমবার অধিবেশনে যোগ দিতে সংসদ ভবনে ঢোকার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভায় শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন বিরোধীদের কাছে। সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার আর্জি জানিয়ে বলেন, 'নাটক করার অন্য অনেক জায়গা রয়েছে। এখানে (সংসদে) পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন।' কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসআইআর নিয়ে সংসদের অন্দরে আলোচনার পরিসর সংকুচিত করার অভিযোগ উঠল। পরিণামে সূচনার ২০ মিনিটের মাথাতেই মুলতুবি হল লোকসভার অধিবেশন।

অধিবেশন শুরুর আগে বিরোধীদের খোঁচা

নাটকের জায়গা নয় সংসদ: মোদী

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: সংসদ নাটক করার জায়গা নয়। হারের হতাশা সংসদে প্রকাশ করবেন না। সোমবার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে এভাবেই কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধীদের কার্যত আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাফ জানিয়ে দিলেন, জনপ্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত সকলের। হারের যন্ত্রণা ভুলে বিরোধীদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কিছু বিরোধীরা হার হজম করতেই পারে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এসেছে বিহার নির্বাচনের প্রসঙ্গও। সেই সূত্রেই বিরোধী দলগুলিকে মোদীর পরামর্শ, হারের হতাশা কাটিয়ে জনস্বার্থে কাজ করুন। সংসদে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখার আর্জি জানিয়ে মোদী বলেন, 'নাটক করার অন্য অনেক জায়গা রয়েছে। এখানে (সংসদে) পরিষেবা দেওয়া প্রয়োজন।'

বক্তৃতায় মজবুত গণতন্ত্রের উপর জোর দেন মোদী। বিহারের নির্বাচনকে গণতন্ত্রের 'উজ্জ্বল উদাহরণ' বলে ব্যাখ্যা করেন। তার পরেই বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'কিছু দল এখনও নির্বাচনী পরাজয়কে গ্রহণ করতে পারেনি।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সংযোজন, 'ধারাবাহিক পরাজয় সংসদে আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না।' বিরোধীরা গত ১০ বছর ধরে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন বলে দাবি করেছেন মোদী। প্রয়োজনে তাঁদের ভোটে জেতার টোটকাও দিতে পারেন বলে খোঁচা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ওদের কৌশল বদল করা উচিত। আমি কিছু টোটকা বলে দিতে তৈরি আছি।'

নাটক-খোঁচা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা। সংসদে ঢোকার আগে তিনি বলেন, 'দূষণ কিংবা এসআইআর-এর মতো জরুরি বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত। বিষয়গুলি তোলা নাটক নয়। যখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেওয়া হয় না, তখনই আদতে নাটক করা হয়।' তাঁর প্রশ্ন, কেন বিষয়গুলি নিয়ে তাঁদের আলোচনা করতে দেওয়া হবে না।

ওয়াকফ বিবরণে বাড়ল না সময়সীমা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকারের 'উমিদ' পোর্টালে নথিভুক্ত করার সময়সীমা আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। তবে আদালত এ-ও জানিয়েছে, যদি কোনও অসুবিধা হয় বা কোনও ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনালে আবেদন করা যেতে পারে।

ওয়াকফ সম্পত্তি কেন্দ্রীয় পোর্টালে নথিভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ এমনই জানিয়েছে। তবে বেঞ্চ আরও উল্লেখ করেছে, নথিভুক্ত করার সময় যদি কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি নজরে আসে তা হলে সেটা ওয়াকফ ট্রাইবুনালের কাছে জানানো যেতে পারে। সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদনও করার সুযোগ থাকবে। ট্রাইবুনাল তা বিবেচনা করতে পারে।

সোমবারের শুনানিতে বেঞ্চ মামলাকারীদের উদ্দেশে বলে, 'আপনারা ট্রাইবুনালের কাছে যান। নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত নেবে। ওয়াকফ আইন আমরা নতুন করে লিখতে পারি না। আইনের প্রয়োগ হতে দিন। আমরা কেন হস্তক্ষেপ করব?'

ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি পোর্টালে নথিভুক্ত করার জন্য গত ৬ জুন একটি নির্দেশিকা জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই নির্দেশিকায় 'উমিদ' পোর্টালের কথা বলা হয়। নির্দেশিকায় বলা হয়, ভারত জুড়ে সব ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ ছ'মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পোর্টালে নথিভুক্ত করতে হবে। সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী ৫ ডিসেম্বর। আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বলের সওয়াল, 'ছ'মাসের সময় খুবই কম। অনেকেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানেন না। সব বিবরণ সংগ্রহ করে তা পোর্টালে নথিভুক্ত করার ক্ষেত্রে ছ'মাসের সময়সীমা কম।' সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার যুক্তি, ট্রাইবুনালে আবেদন করার কথা ওয়াকফ আইনেই বলা রয়েছে।

ডিজিটাইজেশনেও জালিয়াতি, শুভেন্দুর অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ প্রায় শেষের পথে। আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। এরই মধ্যে গুরুতর অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে হাজির হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একগুচ্ছ দাবি জানিয়ে এসেছেন তিনি।

মূলত ২৬, ২৭ ও ২৮ নভেম্বরের এন্ট্রি নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ওই তিনদিনের প্রত্যেকটা এন্ট্রি পর্যবেক্ষকদের দিয়ে অডিট করাতে হবে। আধুনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে করতে হবে অডিট। রাতারাতি ১ কোটি ২৫ লক্ষ এন্ট্রি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এতে এইআরও, ইআরও ও আইপ্যাক যুক্ত আছে বলেও দাবি করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'এটা একটা স্ক্যাম।'

তাঁর দাবি, এনুমারেশন ফর্মের তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশ থেকে শুরু করে ডেটা এন্ট্রি পর্যন্ত একাধিক ধাপে বহিরাগত সংস্থা হস্তক্ষেপ করেছে। অভিযোগের তির বিশেষত আইপ্যাকের বিরুদ্ধে। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'ডেটা এন্ট্রির মতো গোপন প্রক্রিয়ায় আইপ্যাক কীভাবে যুক্ত হলো? মৃত ভোটার, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং একাধিক পরিবারের ভুল নাম মিলিয়ে কয়েক লক্ষ এন্ট্রি ঢোকানো হয়েছে। এটি সংগঠিত জালিয়াতি। স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে অনুসন্ধান জরুরি, প্রয়োজনে সিবিআই বা বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হোক।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, বহু বিএলওকে চাপের মুখে এই অসংগতি ঢাকতে বাধ্য করা হয়েছে।

এই অভিযোগপত্র নিয়েই সোমবার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে হাজির হন বিরোধী দলনেতা। মৃত ভোটারের নাম তালিকায় যুক্ত করা থেকে শুরু করে বিএলও দের ওপর শাসক দলের প্রভাব, সবই স্থান পেয়েছে তাঁর স্মারকলিপিতে। পাশাপাশি, তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অবিলম্বে রাজ্যে পাঠানোর অনুরোধ জানান।

ডেপুটেশন কর্মসূচি চলাকালেই দপ্তরের বাইরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি প্রতিনিধিদলের আগমনের কিছুক্ষণ পরেই সেখানে জড়ো হয় তৃণমূলপন্থী বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা।

কমিশনকে কোর্টে টেনে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এসআইআর আতঙ্কে' বিএলও-সহ সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু এবং পরিকল্পনাহীনতার মতো পাঁচটি বিষয়ে কমিশনের উদ্দেশে তৃণমূলের ১০ সাংসদের প্রতিনিধিদল প্রশ্ন তুলেছিল। কমিশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে তৃণমূল দাবি করেছিল, একটি প্রশ্নেরও সদুত্তর মেলেনি কমিশনের তরফে। গত শুক্রবার থেকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের মুখোমুখি সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল। শনিবার তাতে নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। ডেরেকরা যেখানে শেষ করেছিলেন, সোমবার সেখান থেকে শুরু করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নেমে পড়লেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা। হাতে 'প্রমাণ' রয়েছে দাবি করে কমিশনের উদ্দেশে বার্তা দিলেন, পারলে নির্বাচন সদন শুক্রবারের কথোপকথন প্রকাশ করুক। তার পর টানতে টানতে তিনি নির্বাচন কমিশনকে কোর্টে নিয়ে যাবেন।

সোমবার অভিষেক বলেন, 'পাঁচটা প্রশ্ন ছেড়ে দিন। কমিশন যদি প্রকাশ করতে পারে, একটি প্রশ্নেরও উত্তর তারা দিয়েছে, তা হলে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব। আমাদের হাতে ডিজিটাল এভিডেন্স (ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ) রয়েছে। আমি হাওয়ায় কথা বলি না।'

কমিশন সূত্রে শুক্রবার বলা হয়েছিল, বিএলও এবং ইআরও-দের অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত নবান্নকেও জানানো হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওই ভাতার অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি নবান্নের তরফে। সোমবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে স্বাস্থ্যশিবির 'সেবাশ্রয় ২' উদ্বোধনের পর মহেশতলায় সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিষেক পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোড়েন কমিশনের উদ্দেশে। তিনি প্রথমে বলেন, 'বাংলার যে বকেয়া রয়েছে, সে ব্যাপারে কমিশন চিঠি লিখুক কেন্দ্রীয় সরকারকে। বকেয়া অর্থের ৫০ শতাংশ কেন্দ্র দিলে বিএলও-দের অ্যাকাউন্টে ৬০ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার।' এর পরে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রকে টাকা দিতে হবে না। বাংলার প্রাপ্য দেওয়ার কথা বলে কমিশন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেও বিএলও-দের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে।'

অন্যদিকে, এদিনের কর্মসূচির মঞ্চ থেকে বিজেপিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, 'আমি মাসখানেক আগে বিজেপিকে খোলা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম।

ভুল এন্ট্রি সংশোধনের সুযোগ কমিশনের

বিএলও-ইআরওদের জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার এনুমারেশন ফর্মে তথ্য আপলোডের সময়ে যে সব ভুল বা ত্রুটি থেকে গিয়েছে, তা সংশোধনের জন্য বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) এবং ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (ইআরও) অতিরিক্ত সুযোগ দিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারই এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি হয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার জন্য যে বাড়তি সময় মিলেছে, সেই সময়সীমার মধ্যেই ভুল সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

সম্প্রতি বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ আসছিল, ডিজিটাইজেশনের সময়ে ভোটারদের নাম, ঠিকানা, বয়স, ছবি ইত্যাদি আপলোড করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রেই ত্রুটি ঘটছে। অভিযোগে আরও বলা হয়, কখনও কখনও বাড়তি চাপে পড়ে বিএলওদের ভুল এন্ট্রি করতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই ভুল সংশোধনের সুযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হচ্ছে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণত শুনানি পর্যায়ে প্রতিটি এন্ট্রি যাচাই করা হয়। তবে এবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যে সমস্ত ভুল আগেভাগে ধরা পড়বে, তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করতে হবে। এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করার সময় তথ্য আপলোডে যদি কোনও গরমিল দেখা দেয়, তাও সংশোধনযোগ্য। উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ আগে বিএলও অ্যাপে 'এডিট' অপশন যোগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আগে একবার ছবি বা তথ্য আপলোড হয়ে গেলে তা বদলানো সম্ভব ছিল না। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা আধিকারিকরা ভুল সংশোধনের স্বাধীনতা পাবেন, ফলে ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে।

উল্লেখ্য, রবিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এসআইআর-এর প্রক্রিয়াগুলি সাত দিন করে পিছিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগে বলা হয়েছিল, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সেখানে এখন এনুমারেশন ফর্মের তথ্য আপলোড করার সময়সীমা বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। তার পর ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার কাজ। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় অভিযোগ এবং আপত্তি কমিশনের কাছে জানানোর সুযোগ মিলবে। খসড়া তালিকা সংক্রান্ত সমস্ত আপত্তি, অভিযোগ এবং দাবি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা, বিতর্কের নিষ্পত্তি করা, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে শুনানিতে (হিয়ারিং) ডাকা এবং আলোচনার সাপেক্ষে সন্দেহ দূর করার কাজ ইআরও-রা করবেন ১৬ ডিসেম্বর থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১২৮২ নং এফিডেভিট বলে Sk Sajahan S/o. Sk. Abubakkar ও Sajahan S/o. Abu Bakkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১১৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Saphik Sarkar S/o. Matiyar Rahaman Sarkar সাং থৈপাড়া, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ভোটার কার্ডে আমার নাম Sekh Saphik Rahaman Sarkar, রেশন কার্ডে Safique Sarkar ও S.B.I. পান্ডুয়া ব্যাঙ্কের পাস বইতে Safik Sarkar লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Saphik Sarkar, Sekh Saphik Rahaman Sarkar, Safique Sarkar, Safik Sarkar S/o. Matiyar Rahaman Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ২০/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৮১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Roy Chowdhury ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabindra Nath Roy Chowdhury ও Lt. R. N. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬০৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Lilufa Begam W/o. Sk Mohd Nasiruddin, R/o. ফুরফুরা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 205, dt. 20/09/2003) আমার স্বামীর নাম Sk Mohd Nasiruddin-এর পরিবর্তে Kazi Nasir লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার স্বামী Sk Mohd Nasiruddin ও Kazi Nasir উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। আমার কন্যা Lubaba Nasrin.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২ রা ডিসেম্বর। ১৫ ই অগ্রহায়ণ । মঙ্গল বার, দ্বাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ, বেলা১২/১২ র পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে।সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধুরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে বিল্বপত্র প্রদান করুন পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(আজ মৎস্য দ্বাদশী তিথী। দেবর্ষি শ্রী নারদ দেবের আবির্ভাব তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬০৩০ নং এফিডেভিট বলে আমি Lilufa Begam W/o. Sk Mohd Nasiruddin, R/o. ফুরফুরা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৭০৬, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 358, dt. 17/10/2000) আমার সঠিক নাম Lilufa Begam-এর পরিবর্তে Mst Lilufa Begam, আমার স্বামীর নাম Sk Mohd Nasiruddin-এর পরিবর্তে Kazi Nasiruddin ও আমার পুত্রের সঠিক নাম Sk Nazim Uddin-এর পরিবর্তে Kazi Nazimuddin লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Lilufa Begam ও Mst Lilufa Begam, আমার স্বামী Sk Mohd Nasiruddin ও Kazi Nazimuddin এবং আমার পুত্র Sk Nazim Uddin ও Kazi Nazimuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৬০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Bauldas S/o. Late Prashanta Bauldas, R/o. সেখপুকুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Jiten Bauldas) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 042, dt. 10/04/2010) আমার সঠিক নাম Amit Bauldas-এর পরিবর্তে Chunna Bauldas লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Amit Bauldas ও Chunna Bauldas S/o. Late Prashanta Bauldas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৪৯০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Najmin Khatun C/o. Abdul Rahaman Haldar, D/o. Kaji Md Alamgir, R/o. হালদার পাড়া, প্যাঁটরা, মুসাপুর, হুগলী-৭১২৪০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 422, dt. 02/11/2000) আমার সঠিক নাম Najmin Khatun-এর পরিবর্তে Mst Juairiah Umma Najmin লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Najmin Khatun ও Mst Juairiah Umma Najmin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০০১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Asok Mondal S/o. Late Keshab Chandra Mondal সাং ৩৪, এন.সি. সাহা রোড, ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩২ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Asok Mondal, Asok Mandal and Ashoke Kumar Mondal S/o. Late Keshab Chandra Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৫ নং এফিডেভিট বলে Sayed Enamuddin S/o. Sayed Ismail Uddin ও Md Imaunddin S/o. Md Ismail সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajesh Acharyya সাং কামারপুকুর, গোঘাট, হুগলী ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bijoy Pada Acharyya ও B P Acharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Sudipta Chattopadhyay S/o. Sushil Kumar Chattopadhyay ও Sudipta Chattapadhyay S/o. Sushil Kumar Chattapadhyay, S. Ch. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৪ নং এফিডেভিট বলে Udaichand Sinharoy S/o. Dilipkumar Sinharoy ও Udaichand Sinharay S/o. Dilip Kumar Sinharay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫১ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Pal S/o. Kanailal Pal ও Sanjoy Kr Pal S/o. K. L. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৮ নং এফিডেভিট বলে Ramesh Shaw S/o. Dilip Kumar Shaw ও Romesh Shaw S/o. D. Shaw সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৫৭ নং এফিডেভিট বলে Milan Kumar Chakraborty S/o. Parbati Charan Chakraborty ও Milan Chakraborty S/o. P. C. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৭ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Pal S/o. Kanailal Pal ও Sanjoy Kr Pal S/o. K. L. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬২১৬ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Mondal S/o. Ajit Mondal ও Mrityunjay Mondal S/o. A. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি প্রভাত বিশ্বাস পূর্বে আমার পরিবারের পদবী মন্ডল ছিল ২৬/১১/২৫ নোটারী পাবলিক রানাঘাট এর এফিডেভিটে আমি প্রভাত মন্ডল পিতা রসিক মন্ডল ও প্রভাত বিশ্বাস পিতা রসিক বিশ্বাস ও পরিবারের সকলে মন্ডল থেকে বিশ্বাস হলাম।

নাম-পদবী

আমি রফিজা মন্ডল আমার পুত্র রাজ মন্ডলের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম রফিজা বিবি আছে ১৮/৯/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে রফিজা মন্ডল ও রফিজা বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

১৮/১১/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে শঙ্কর নাথ ও শঙ্করদেব নাথ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম শঙ্কর নাথ।

নাম-পদবী

গত ২৮/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৮২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Soudagar Rajbanshi S/o. Late Dukhi Rajbanshi সাং দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতার ভোটার লিস্টে (AC No. 240, Part No. 92, Sl. No. 304, House No. 63, State Bihar) পিতার সঠিক নাম (যাহা আমার সকল ডকুমেন্টসে উল্লেখ আছে) Dukhi Rajbanshi S/o. Lt. Bandhu Rajbanshi এর পরিবর্তে Dukhi Ram S/o. Lt. Bandhu Ram লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Dukhi Rajbanshi S/o. Lt. Bandhu Rajbanshi & Dukhi Ram S/o. Lt. Bandhu Ram উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

আমমোক্তারনামা

এত সকলকে জানানো হইতেছে যে শ্রীমতি পদ্মরানী সেন স্বামী প্রয়াত কানাইলাল সেন নলডাঙ্গা নিবাসি .তার খরিদা রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি তিনি শ্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি পিতা প্রয়াত শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জি সাং- নিউ কাঁজীডাঙ্গা,পোস্ট-ব্যান্ডেল,থানা-চিনসুরাঃ ,জেলা হুগলী,বিগত ইংরেজি ০৮/১০/২০০৯ তারিক ডিসির- ১ হুগলী চিনসুরাঃ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এ ৪ নং বাহিরের ২৪৪/২০০৯ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন . আমমোক্তার বলে ১) S SASIDHARAN SARVAE পিতা SAMBHUGAM SARVEA ২) S BHUBENESWARI SARVAE স্বামী S SASIDHARAN SARVAE , স্যাং-তিরুচি পল্লী ,রাজ্য -তামিলনাড়ু .ত্রাতাদ্বয় নিজনামপত্তন না করে - J . SABITA MUDALIYAR স্বামী P . JAYVEL MUDALIYAR সাং-দক্ষিণ নলডাঙ্গা চিনসুরাঃ হুগলী . তাকে ৩১/০১/২০১৪ সালে এডিএসআর চিনসুরাঃ হুগলি, রেজিস্টিকিত I- ৪০৪/ ২০১৪ নম্বর দলিলে বলে বিক্রি করেন. তপশিলি জেলা সাব-রেজিস্ট্রিগিত চিনসুরাঃ হুগলী মৌজা নলডাঙ্গা JL নং - ০৬,খতিয়ান ২২২০ (পদ্মারানী সেন), আর এস দাগ- ৫৭৩,LR -দাগ - ৬৮৮ , শ্রেণী -কলা বাগান , প্লট NO- ৩৬ জমির পরিমান - দ কাটা চার ছটাক ৪০ স্কয়ার ফুট দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে . যে সবিতা মুদালিয়ার নিজে খরিদা জমি নিজে নামপত্তন করিবার জন্য বি এল আর ও হুগলী চিনসুরা মগরা ব্লকে আবেদন করেন যাহার কেস নং -১২৩৭০/২৫ .যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারে এক মাসের মধ্যে অফিসে জানাতে পারিবে অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য হইবে। . ইতি

প্রবীর কুমার রায়,আইনজীবী
আলিপুর জর্জ কোর্ট

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রী গৌতম সিংহ, পিতা- স্বর্গীয় দোলগোবিন্দ সিং গত ইং 14.05.2025 তারিখে দলিল নং I-3061/25 এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে বিক্রেতা অর্চনা জানা, স্বামী- স্বর্গীয় মদন মোহন জানা দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং I-2166/2022, তাং-29.03.2025, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর, আমমোক্তার গ্রহীতা- বিমল কুমার ধোলে, পিতা- স্বর্গীয় সত্যচরণ ধোলে এবং দীপক কুমার পাত্র, পিতা- স্বর্গীয় শ্যামাচরণ পাত্র-র নিকট হইতে নিম্নলিখিত তপশীলে জমি খরিদ করিয়াছি।

জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান- ১২৮৭৬, এল.আর. দাগ-৪৭০১, জমির পরিমান ১২ ছটাক।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। বিনীত

গৌতম সিংহ

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১/শ্রী প্রণব বিশ্বাস পিতা সৌরেন্দ্র বিশ্বাস, ২/ শ্রী মনোজিৎ রায় পিতা রনজিৎ রায়, উভয়ের সাং- বৌবাজার, পো:- কৃষ্ণনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ১১৫নং জালালখালী মৌজার আর. এস. ও এল. আর ১ দাগের ০৪ শতক, ৬ দাগের ৯৪ শতক, ৩৩ দাগের ০৬ শতক, ৩৩/১৫২৫ দাগের ২৫ শতক সাকুল্যে ১২৯ শতক সম্পতি গত ইং ০১/০৯/২০১৪ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5974/2014 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক মুকুল মন্ডল পিতা মৃত কুঞ্জলাল মন্ডল সাং + পো:- দোগাছী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে রাম প্রসাদ দাস পিতা মৃত যশীম দাস, সাং- পন্থাপাড়া পো: ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়ার ১২/০৯/২০১৪ তারিখে D.S.R অফিসে ১৫৭৩৮/২০১৪ নং দলিলে আর. এস. ও এল. আর ৬ দাগের, এল. আর ১০৮৩ খতিয়ান থেকে ৭৪ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে B.L.R.O কৃষ্ণনগর -১ ও A.D.S.R ও D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলী, মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

এ্যাক্ট ৩৯ কেস - ৯৪/২০২৩ (সাকসেশান)

দরখাস্তকারী:- ধিরাজ প্রসাদ, পিতা - দিনেশ প্রসাদ, সাকিম, ১০, এ.জি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২২২২

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারির কাকা যাহার নাম মৃত **দিকপাল প্রোসাদ**, পিতা- মৃত রামনাথ প্রসাদ ওরফে রামনাথ প্রোসাদ ওরফে রাম নাথ দাস বিগত ইংরাজীর ২৭/১১/২০২০ তারিখে সাকিম ১০, এ.জি. রোড চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২২২ ঠিকানায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানি, জি.টি. রোড চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারীর কাকার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের পেনশন বাবদ **৮৯,৪০২/- (ঊননব্বই হাজার চারশত দুই)** টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার Token No. HD-2586 & Creg No. 31584; P.F. No. 70889 & Pension Account No. WB/60/P-2672 হইতেছে। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতের হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

দেও কুমার প্রসাদ (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর আদালত

আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর, হুগলী, ১৩/১১/২৫

NOTICE

U/or 5, Rule 20 of the C.P.C.
In the 6th Court of the A.D.J., Midnapore, Dist - Paschim Medinipur
Ref:- Mat Suit Case No. 826/2023
Priya Pramanik ..... Petitioner
=VS=
Prasenjit Pal.....Respondent
TO WHOM IT MAY CONCERN

WHEREAS the petitioner namely **Priya Pramanik** W/o Prasenjit Pal, D/o Rabindranath Pal, has filed the above noted **Mat Suit No. 826/2023 for divorce U/S 13 of Hindu Marriage Act**. And the above noted case has been pending before the Ld. 6th Court of the A.D.J.. Midnapore, Dist- Paschim Medinipur.
WHEREAS you **Prasenjit Pal** S/o Dayamoy Pal the Respondent not to appear before the court after knowing the case and you have residing at your address Vill- Pandabeswar College Para, P.O.- Pandabeswar, P.S.-Durgapur, Dist - Paschim Burdwan, Pin- 713346.
WHEREAS if you want to contest the above noted case you would appear before the Ld. 6th Court of the A.D.J., Paschim Medinipur self and authorised person within the one month from the date of publication of this notice unless the case would be proceed according to law against you.

Biswanath Das (Bench Clerk)
A.D.J. 6th Court, Paschim Medinipur,12/11/2025

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আচমকা ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে মাঠে নামা জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও বিডিওদের বাড়তি চাপের বিষয়টি স্বীকার করে তাঁদের উদ্দেশে আশ্বাস বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নবান্ন থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সব জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করছিলেন। ঠিক সেই সময়ই আচমকা বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, বৈঠকে যোগ দিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে জেলা প্রশাসনের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে; এ কথা তিনি বুঝতে পারছেন। তবে উন্নয়নমূলক কাজ যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়, সে নির্দেশও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলার বাড়ি, রাস্তা, পরিকাঠামো; এই সব কাজ অবহেলিত হলে চলবে না। এসআইআরের পাশাপাশি উন্নয়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এসআইআর নিয়ে আপনারা যে চাপের মুখে পড়ছেন, তা আমার নজরে রয়েছে।

এরপরই তিনি অভিযোগ করেন, একজন এক্স অফিসারকে পাঠিয়েছে ওরা। ভয় দেখাচ্ছে, বিরক্ত করছে। রাত ন'টা, দশটায় ফোন করে হুমকি দিচ্ছে; দিল্লি পাঠিয়ে দেব, বদলি করে দেব। ভয় পাবেন না, আমি আছি। কোনও চিন্তা করবেন না। আপনারা আপনাদের কাজ করুন। 'এক্স অফিসার' বলতে মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন আইএএস সুব্রত গুপ্তকে ইঙ্গিত করেছেন বলেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

সুব্রত গুপ্তকে নির্বাচন কমিশন বাংলার স্পেশ্যাল রোল অবজারভার হিসেবে নিয়োগ করেছে। পাশাপাশি, রাজ্যের আরও ১২ জন সিনিয়র আইএএস আধিকারিককে ইলেক্টোরাল রোল অবজারভার করা হচ্ছে।

কচুরিপানায় ঢেকে সাঁতরাগাছি ঝিল, পরিযায়ী পাখি নেই, উদ্বেগ প্রশাসন ও পরিবেশকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁতরাগাছি: শীত পড়তেই যে সাঁতরাগাছি ঝিল হাজারো পরিযায়ী পাখির ডানায় মুখর হয়ে ওঠে, এ বছর সেখানে নেমেছে নীরবতা। হাতে গোনা কয়েকটি স্থানীয় জলচর ছাড়া এখনও পর্যন্ত কোনও পরিযায়ী পাখির দেখা মিলছে না। ফলে হতাশ পাখিপ্রেমীরা প্রশ্ন তুলছেন, ঝিল কি তবে পাখিদের আস্থাহীন হয়ে উঠছে?

পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, প্রতি বছর শীতের আগে ঝিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করে পাখিদের জন্য কৃত্রিম আশ্রয় দ্বীপ তৈরি করা হয়। এতে পাখিরা বিশ্রাম নেয়, ডিম পাড়ে ও ছানা বড় করে। কিন্তু এ বছর সেই প্রস্তুতি শুরুই হয়নি। কচুরিপানায় প্রায় সম্পূর্ণ ঢেকে গেছে জলাভূমি, নোংরা ফেলার ফলে জলের দূষণও বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে।

স্থানীয়দের মতে, আগের বছরগুলোয় পুজোর পর থেকেই পাখির আনাগোনা দেখা যেত। এখন জল দেখা যায় না বললেই চলে, এমন পরিবেশে পাখিরা নামবে কীভাবে? পরিবেশকর্মীরা দ্রুত ঝিল সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

ডুমুরজলায় আগুনে দগ্ধ যুবক, রহস্য ঘেরা ঘটনায় তৎপর পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডুমুরজলা হেলিপ্যাডের কাছে রিং রোডে সোমবার বিকেলে নজিরবিহীন আতঙ্ক ছড়াল। আগুনে জ্বলতে থাকা অবস্থাতেই এক যুবককে ছুটে বেড়াতে দেখা যায় রাস্তায়। হঠাৎ এই দৃশ্যে পথচলতি মানুষ হতবাক হয়ে যান। স্থানীয়রাই জল ঢেলে তাঁর শরীরের আগুন নেভান। খবর পৌঁছতেই চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং দগ্ধ যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাওড়া জেলা হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে তাঁর চিকিৎসা চলছে। জানা গেছে, তাঁর শরীরের সিংহভাগই দগ্ধ।

যুবকের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে, তবে তিনি ওই এলাকায় কী কারণে এসেছিলেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়। আগুন লাগার পেছনে দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য; সেবিষয়েও নিশ্চিত হতে পারেনি তদন্তকারী অফিসাররা। পুলিশ পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে। প্রয়োজন হলে সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে। চিকিৎসকদের মতে, দগ্ধ যুবকের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। উদ্বেগে আচ্ছন্ন স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনার সত্যতা উদ্ ঘাটনের দাবি তুলেছেন।

বিধাননগর উৎসবের সূচনা। ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু-সহ বিশিষ্টজনেরা।

কলকাতা-সহ বঙ্গ জুড়ে বালি পাচার মামলায় অভিযান ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউ আলিপুর ব্লক জি'তে ব্যবসায়ী পবন কেসারার বাড়িতে ইডি অভিযান। বালি পাচার মামলায় চলে এদিনের এই তল্লাশি।

ইডি সূত্রে খবর, নিউ আলিপুর ব্লক জিতে ব্যবসায়ী পবন কেসারার বাড়িতে অভিযান চালানোর পাশাপাশি মহেশতলা ১ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যবসায়ী রঞ্জিত সিংয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রে খবর, ইডি সোমবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ২০টিরও বেশি জায়গায় অভিযান চালায়। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ধৃত অরুণ সরাফ এই বালি পাচার চক্রের মূল পান্ডা বলে জানানো হয়েছে ইডির তরফ থেকে। গত নভেম্বর বালিঘাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। আর এই অরুণ সরাফের বিরুদ্ধে ৭৮ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, এই অভিযানে ব্যবসায়ীদের অফিস, বাড়ি ও কোম্পানির নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ক্যাশ ও আর্থিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম জিজ্ঞাসাবাদে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে উঠে এসেছে।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: পূর্ব রেলের আরপিএফ মিশন যাত্রী সুরক্ষার আওতায় শিয়ালদহ স্টেশনে চিহ্নিত এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ৩০ নভেম্বর সিপিডিএস দলের তৎপরতায় ওই চোরকে ধরা হয়। তার থেকে উদ্ধার হয়েছে এক মহিলার ব্যাগ, যাতে ছিল ১৫০ গ্রাম রূপো, ২.৫ গ্রাম সোনা, একটি মোবাইল ফোনসহ মোট প্রায় ৮০ হাজার টাকার সামগ্রী। ধৃতকে ও উদ্ধার সামগ্রীকে জিআরপি-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে।

সরস্বতী নদীর দূষণ নিয়ে রাজ্যের রিপোর্টে গুরুতর ফাঁক, নতুন তথ্য সহ প্রতিবেদন চাইল এনজিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরস্বতী নদীর দূষণ রোধে রাজ্য সরকার যে রিপোর্ট জাতীয় পরিবেশ আদালতে জমা দিয়েছিল, তাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুপস্থিত থাকায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল পরিষ্কার জানায়, জমা দেওয়া নথিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত অগ্রগতি, পরিমাপযোগ্য তথ্য ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান নেই। ফলে আদালত রাজ্যকে একটি বিস্তারিত, হালনাগাদ এবং তথ্যসমৃদ্ধ নতুন রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

শুনানিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা জানান, সংশোধিত রিপোর্ট প্রস্তুত করতে ন্যূনতম দু'মাস সময় লাগবে। আদালত সেই অনুরোধ মঞ্জুর করে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারিকে পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছে। পরিবেশকর্মীদের অভিযোগ, শুধু সরস্বতী নয়; গঙ্গা সহ বেশ কয়েকটি নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের কার্যতই স্বচ্ছ অগ্রগতির ছবি নেই। বহুদিন ধরেই সরকারি নথিতে একই ধরনের অস্পষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হিসাবে নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। তিনি পূর্বতন লোকায়ুক্ত অসীম রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচক মণ্ডলীর বৈঠকে তাঁর নাম চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে আগাম ঘোষণা অনুযায়ী, বৈঠকে যোগ দেননি নির্বাচক মণ্ডলীর অপর সদস্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিচারপতি সামন্ত বর্তমানে রাজ্যের রিয়াল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (রেরা) ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান পদে কর্মরত। নতুন দায়িত্ব পাওয়ায় প্রশাসনিক মহলে তাঁকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবেও পুনরায় দায়িত্ব পেলেন যথাক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন বিচারপতি মধুমতি মৈত্র। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের কাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববর্তী দায়িত্ব পালনের দক্ষতাকে বিবেচনায় রেখেই পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নতুন লোকায়ুক্ত নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার

কমিশনকে ৭২৯৩ জন ‘দাগি’ প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশনকে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে কঠোর নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, কমিশনকে মোট ৭২৯৩ জন ‘দাগি’ প্রার্থীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এই তালিকায় শুধু নাম নয়, বরং রোল নম্বর, বাবার নাম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের তথ্যও থাকতে হবে। আদালতের এই পদক্ষেপ নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আদালতের এই নির্দেশে বলা হয়েছে, যেসব প্রার্থী বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন তাঁদের নাম প্রকাশ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছেন, যারা প্রকৃত যোগ্যতার বাইরে গিয়ে উচ্চতর র‍্যাঙ্কে উঠে চাকরি পেয়েছেন। পাশাপাশি নাম প্রকাশ করতে হবে তাঁদেরও যাঁরা বৈধ প্যানেলে না থেকেও নিয়োগ পেয়েছেন। একইসঙ্গে যাঁদের উত্তরপত্রে

অসঙ্গতি ধরা পড়েছে তাদের নামও উল্লেখ করতে হবে এই তালিকায়।

বিচারপতি অমৃতা সিনহা শুধু তালিকা প্রকাশেই থেমে থাকেননি। তিনি তাঁর নির্দেশ এও জানান, ২০২৫ সালের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সব ওএমআর শিট ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সঙ্গে এও জানান, ২০১৬ সালের মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেলের পর যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকাও আদালতে জমা দিতে হবে।

প্রসঙ্গত, প্রথমে এসএসসি ৩৫১২ জনের নাম প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে জানায়, প্রকৃত সংখ্যা আসলে ৭২৯৩ জন। এই বিরাট ফারাক নিয়েই আদালত প্রশ্ন তোলে এবং নতুন করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয়।

আদালতের এই নির্দেশের ফলে স্পষ্ট স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রবল চাপের মুখে পড়েছে। কারণ, আদালতের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অসঙ্গতি বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি এও স্পষ্ট যে এতে যোগ্য প্রার্থীদের অধিকার রক্ষা হবে।

নারী নিরাপত্তায় এবার কলকাতা পুলিশের নয়া উদ্যোগ ‘পিঙ্ক বুথ’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাতের শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুলিশ এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। লালবাজারের নির্দেশে শহরের দশটি ডিভিশনে তৈরি হচ্ছে মোট কুড়িটি ‘পিঙ্ক বুথ’। প্রতিটি বুথে থাকবেন অন্তত একজন পুলিশ আধিকারিক এবং তিন থেকে পাঁচজন মহিলা পুলিশকর্মী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতভর চালু থাকবে এই বুথ। বিপদে পড়লে মহিলারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে অভিযোগ জানাতে পারবেন। বুথের দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা সেই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট থানায় বা সরাসরি লালবাজার কন্ট্রোল রুমে পৌঁছে দেবেন।

এছাড়া, কোনও মহিলা যদি রাতে বাড়ি ফেরার জন্য যানবাহন না পান, তবে বুথ থেকে গাড়ি ডেকে তাঁকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরকে নোডাল অফিসার করা হচ্ছে, যাতে অভিযোগকারী মহিলা নির্ভয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন। পুলিশ কর্তাদের মতে, মহিলা সংক্রান্ত কোনও অপরাধ, বিশেষ করে যেখানে অভিযোগকারীই হচ্ছেন মহিলা, সেখানে অনেক সময়ই থানার আধিকারিকদের কাছে পুরো বিষয়টি বলতে সংকোচ বোধ করেন। সেই ক্ষেত্রে থানার মহিলা সাব ইন্সপেক্টরের সামনে সংকোচহীনভাবে পুরো অভিযোগ জানাতে পারবেন অভিযোগকারী মহিলা। ওই মহিলা পুলিশ আধিকারিক নিজে ওই বিশেষ মামলার তদন্তকারী আধিকারিক না হলেও ‘নোডাল অফিসার’ হিসাবে তিনি সংযোগের কাজ করতে পারবেন। এদিকে, রাতের শহরে মহিলারা যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন, তার জন্যই শহরে চালু হচ্ছে ‘পিঙ্ক বুথ’।

এই প্রসঙ্গে লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, শহরের দশটি ডিভিশনে দু’টি করে মোট কুড়িটি ‘পিঙ্ক বুথ’ চালু করা হচ্ছে। এই পিঙ্ক বুথের প্রতিটিতে অন্তত একজন পুলিশ আধিকারিক ও তিন থেকে পাঁচজন মহিলা পুলিশকর্মী দায়িত্বে থাকবেন। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রাতভর খোলা থাকবে বুথ। বিপদে পড়লে মহিলারা সেখানে আশ্রয় নিতে পারবেন। আর এই অভিযোগ থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে থানায় বা লালবাজার কন্ট্রোল রুমে জানানো হবে। প্রতিটি থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরকে নোডাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বাড়ল ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা

■ গত বছরের চেয়ে এবার বিধাননগর পুরসভায় বাড়ল ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। শুধু তাই নয়, চলতি বছর নভেম্বরেই সবচেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। এবছর জানুয়ারি থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০৯। অর্থাৎ, নভেম্বরেই গতবারের চেয়ে আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেড়েছে। তবে এখনও পড়ে রয়েছে গোটা ডিসেম্বর মাস। যদিও পুরসভার দাবি, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিধাননগর পুরসভা এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রায় চার হাজার জন। সেই তুলনায় এবারের আক্রান্তের সংখ্যা ১০ গুন কম। অর্থাৎ, গতবারের চেয়ে বাড়লেও তার আগের বছরের হিসেব ধরলে বলাই যায়, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, ২০১৭ সালে বিধাননগর পুরসভায় ৩,১০৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরের ডেঙ্গু রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। পরের বছরই আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের নীচে নেমে আসে। তবে ২০২২ সালে এসে ২০১৭-র ‘রেকর্ড’ ভেঙে যায়। সে বছর ৪, ২২২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। ২০২৩ সালেও ৩৯৫৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। গতবার অর্থাৎ ২০২৪ সালের শুরু থেকেই ডেঙ্গু সংক্রমণ ঠেকাতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ওই বছর মাত্র ৩৯০ জন আক্রান্ত হন।

মদের আসরে ডেকে তালিবানি কায়দায় যুবককে মারধর, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: এক যুবককে ফোন করে মদের আসরে ডেকে তালিবানি কায়দায় বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। মারধরের সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ভাইরাল ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, আমবাগানে চুলের মুটি ধরে এক যুবককে অনবরত পেটাচ্ছে দুই যুবক। পেটানোর মাঝে গুলি করে খুন করে দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছে ওই যুবক। আর প্রাণ বাঁচাতে আক্রান্ত যুবক হাত-পা ধরে ক্ষমা চাইছে। তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের বিষয় হল, আক্রান্ত যুবকের শরীরে প্রস্রাব পর্যন্ত করা হয়েছে। যদিও তালিবানি কায়দায় মারধরের ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’। অভিযোগ উঠেছে, আক্রান্তের মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্ত ধরা পড়লেও, আদালত থেকে অনায়াসে ধৃতরা জামিন পেয়ে গিয়েছিল। এতেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পরবর্তীতে ভাইরাল ভিডিও দেখার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ। অবশেষে ভাইরাল ভিডিও-র সূত্র ধরে পুলিশ ফের দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছে। নক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে জেটিয়া থানার নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁপা-চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নম্বর সংসদের জোনপুর রবীন্দ্রনগর এলাকায়। ভাইরাল ভিডিও-র সূত্র ধরে পুলিশ রবিবার রাতে পাল্লাদহ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মারধরে অভিযুক্ত দুই যুবক জিৎ সরকার ওরফে অভি এবং শুভ্রনীল কিস্কুকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেমের কাহানি। অভিযোগ উঠেছে, রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা সন্দীপ ঘোষ নামে এক যুবককে গত ২৬ নভেম্বর রাতে ফোন করে আমবাগানে মদের আসরে ডাকে জিৎ সরকার ওরফে অভি। সেখানে অভি এবং শুভ্রনীল চুলের মুটি ধরে সন্দীপকে উত্তম মধ্যম পেটায়। দু’জনের হাতে-পায়ে ধরে কোনওক্রমে প্রাণ বাঁচায় আক্রান্ত ওই যুবক। ঘটনায় আতঙ্কে আক্রান্ত যুবক-সহ তাঁর পরিবার। আক্রান্ত যুবক সন্দীপ ঘোষ জানায়, দেবত্রিশা নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে আগে জিতের সম্পর্ক ছিল। আক্রান্তের অভিযোগ, ঝামেলা মিটিয়ে নেওয়ার নাম করে ফোন করে ডেকে জিৎ এবং শুভ্রনীল তাঁকে বেধড়ক পিটিয়েছে। এমনকী শুভ্রনীল তাঁর শরীরে প্রস্রাবও করেছে। আক্রান্তের আরও অভিযোগ, মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করলে ওরা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে। আক্রান্তের মা সোমা ঘোষ জানান, আমার ছেলে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ না করায় গত ২৬ নভেম্বর রাতে ফোন করে আমবাগানে ডেকে বেধড়ক পেটায় শুভ্রনীল এবং জিৎ। কোনওক্রমে ছেলে একটা টোটো চেপে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন আক্রান্তের মা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা মঞ্জুরী পাল বলেন, ছেলেটির ওপরে অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

পুলিশে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর মুরলিধর সেন লেনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষাকে ঘিরে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, আউসগ্রাম থেকে বসিরহাট, রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রশ্নপত্র কেনাবেচার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, আর সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে শুরু করে অন্যান্য নিয়োগেও দুর্নীতি এখন স্বীকৃত প্রথা হয়ে গেছে।

অধিকারীর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনে নিয়োগে অনিয়ম আর বিতর্ক কোনও ব্যতিক্রম নয়, এটাই মূলধারা। যাঁরা পরীক্ষায় অংশ নিতে এসেছেন, তাঁরা দেখেছেন কতটা অসঙ্গতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষিত বেকারদের চাকরি দিতে চান না বলেই এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাঁর জোরালো স্লোগান, মমতাকে ভোট নয়।

বিরোধী নেতা জানান, পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষায় ওএমআর শিট ও তার কার্বন কপিতে কোনও সিরিয়াল নম্বর ছিল না। প্রার্থীদের হাতে কার্বন কপি তুলে না দিয়ে বোর্ড নিজেই তা নিয়ে নেওয়ায়, প্রার্থীদের কাছে কোনও প্রমাণ রইল না। তাঁর কথায়, সিরিয়াল নম্বর না থাকা মানে বোর্ড ইচ্ছেমতো নাম বদলে নম্বর বসিয়ে কাউকে পাশ করিয়ে দিতে পারে। কার্বন কপি প্রার্থীর হাতে দেওয়ার কথা, তা বোর্ড নিল কেন? রাজ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল শুভেন্দুর এই অভিযোগ।

বিশ্ব এইডস দিবসে বাজে কদমতলা ঘাটে সচেতনতার প্রচারাভিযান। ছবি: অদিতি সাহা

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে ফের বিতর্কে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর এই মন্তব্যকে উস্কানিমূলক বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন করলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বেঞ্চ নিয়ম অনুযায়ী মামলা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। তবে শুনানির তারিখ এখনও নির্ধারিত হয়নি। আইনজীবীর দাবি, হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে, তাই আদালতের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

ইতিমধ্যেই আগামী ৬ ডিসেম্বর বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর।

তবে যে জমিতে তিনি মসজিদ নির্মাণের কথা বলেছেন, সেই জমির মালিক ইতিমধ্যেই জায়গা ঘিরে দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন মানুষের আবেগ নিয়ে খেলা করা যায় না। হুমায়ুন কবীর হুঁশিয়ারি দিয়ে এও বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে ৭২ শতাংশ মুসলিম, রাজ্যে ৩৭ শতাংশ। বাবরি মসজিদ এখানেই হবে। কেউ বাধা দিলে পাল্টা প্রতিরোধ হবে।’ সঙ্গে তিনি এও জানান, প্রয়োজনে তিনি লড়াই করবেন এবং শহিদ হওয়ার হুমকি দিয়ে বলেছেন, যদি ১০০ জন শহিদ হন তবে ৫০০ জনকে শহিদ করে দেওয়া হবে।

তৃণমূল বিধায়কের এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিরোধী দলগুলি তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও জানিয়েছে, এটি দলের অবস্থান নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, হুমায়ুন কবীর অতীতে একাধিকবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তৃণমূল ছাড়তে চলেছেন এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা করছেন।

নতুন প্রতিশ্রুতি অভিষেকের

■ ডায়মন্ডহারবারকে উন্নয়নের নমুনা হিসেবে গড়ে তুলতেই ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের উদ্যোগ ‘সেবাশ্রয় ২’। মহেশতলার তিনটি স্থানে স্বাস্থ্যশিবিরের উদ্বোধন করে তিনি জানান, জন্মভূমি অন্যত্র হলেও তাঁর প্রকৃত কর্মভূমি ডায়মন্ডহারবারই। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা এই ক্যাম্পে বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, ওষুধ, ইসিজি, এক্স-রে, চক্ষু ও হৃদরোগ; সব পরিষেবাই মিলবে। প্রথম পর্যায়ের সাফল্যের উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, প্রায় ৪০ হাজার মানুষের জন্য বিনামূল্যে চশমা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল বাড়ি বাড়ি। এমনকী অন্যান্য জেলা থেকেও আসা রোগীদের চিকিৎসা ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সাতটি বিধানসভায় সাত দিন করে শিবির চলবে। শেষে ২৪,৩০ জানুয়ারি ‘মেগা ক্যাম্প’-এ সকলের জন্য চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। এই উদ্যোগে লক্ষাধিক মানুষের উপকার হবে বলে তৃণমূল নেতৃত্বের ধারনা।

আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

■ স্কুলে স্কুলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা বাড়াল এসএসসি। প্রার্থীরা এখন আগের নির্ধারিত সময়সীমা ৩ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ, আবেদন করার জন্য মিলবে আরও পাঁচ দিন সময়। নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় কয়েকদিন ধরে সার্ভার সমস্যার কারণে বিলম্ব হয়েছিল। সেই কারণেই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে বলে কমিশনের দাবি। শনিবারের পর আরও প্রায় দুই লক্ষ আবেদন জমা পড়ায় বর্তমানে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগের জন্য মোট ১০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। তবে কমিশনের অন্দর সূত্র জানাচ্ছে, ২০১৬ সালের শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আবেদন সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষেরও বেশি। অর্থাৎ, এবারের আবেদন সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ কম, যা আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। এই কম আবেদনই কি সময়সীমা বৃদ্ধির আসল কারণ কি না তা নিয়ে জল্পনা এখন এসএসসির অন্দরে।

৪২ লক্ষের বেশি ‘অসংগ্রহিত’ ফর্ম, জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে উদ্বেগ বাড়াল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধন পর্বে সোমবার সকালের রিপোর্টে যে চিত্র সামনে এসেছে, তাতে আন-কালেক্টেবল ফর্মের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২ লক্ষ ১০ হাজার ৩৪৬। এই বিশাল ভাণ্ডারের ভিতরে মৃত্যুজনিত বাদ পড়া সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ২১ লক্ষ ৫ হাজার ৩৬৯টি। এর পাশাপাশি প্রায় ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ১৩৪টি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঠিকানায় পাওয়া যায়নি বা যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি। স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৪। আরও আছে প্রায় ৯৪ হাজার ৭০৩টি ডুপ্লিকেট বা আগেই তালিকাভুক্ত নামের আবেদন, এবং ১৯ হাজার ৮৬টি ফর্ম ‘অন্যান্য’ কারণে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। জেলাভিত্তিক ছবিটা আরও স্পষ্ট। উত্তর ২৪ পরগনা সব জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশীদার, এখানে মোট জমা পড়া আন-কালেক্টেবল ফর্মের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৩৬। এর ঠিক পরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যেখানে সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৮৮। হাওড়া দ্বিতীয় স্থানে, যেখানে মোট মেলেনি ৩ লক্ষ ৯ হাজার ২৭১টি আবেদন। কলকাতার দক্ষিণ অংশে মেলেনি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২০২টি ফর্ম, আর উত্তর কলকাতায় সেই সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৩২। পশ্চিম বর্ধমানও উদ্বেগজনক জায়গায়; ২ লক্ষ ৩২ হাজার ২২৮টি ফর্ম এখনও অসম্পূর্ণ বা অগ্রাহ্য। মুর্শিদাবাদে এই অঙ্ক ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৪০, নদিয়ায় ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৮৮, মালদহে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫১৩, হুগলিতে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪৮, পূর্ব মেদিনীপুরে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৯৪ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৮৩। বাঁকুড়ায় ১ লক্ষ ৫ হাজার ১২৮ এবং পুরুলিয়ায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৫০৯টি ফর্ম এখনও যাচাইবিহীন রয়ে গেছে। বীরভূমের সংখ্যাটা ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭৫, পূর্ব বর্ধমানে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৬০ এবং আলিপুরদুয়ারে ৯৩ হাজার ৮২৫। তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক ফর্ম পাওয়া গেছে কালিম্পং (১৩ হাজার ৭২) ও ঝাড়গ্রামে (৪৯ হাজার ২৯১)। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৯৪ হাজার ৭০৩ এবং ৭৮ হাজার ৮৬২; দার্জিলিংয়ে মিলেছে ৯৭ হাজার ৯১৯টি অনাকলনযোগ্য আবেদন; উত্তর দিনাজপুরে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২২৫ এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬৬ হাজার ৮১২টি ফর্ম অগ্রাহ্য হয়েছে।

মৃত ভোটার শনাক্তকরণের চিত্র উদ্বেগজনক, আপলোডে গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনায় জেলাভিত্তিক যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, তাতে মৃত ভোটারের সংখ্যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে কমিশনের শীর্ষমহলে। বিভিন্ন জেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, চিহ্নিত মৃত ভোটারের সংখ্যা নিম্নরূপ।

কোচবিহার ৫৩,৪০৮, জলপাইগুড়ি ৫৪,১৬৮, দার্জিলিং ৪৫,৪১০, উত্তর দিনাজপুর ৭৫,৩০০, দক্ষিণ দিনাজপুর ৩৯,৬৬৬, মালদহ ৮১,৫৬৬, মুর্শিদাবাদ ১, ১৪,১২২, নদিয়া ১,৩০,০০৫, উত্তর ২৪ পরগনা ২,৭৫, ৩৩৭, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ১,৩৯,০০৯, দক্ষিণ কলকাতা ৬৫,৯৪৯, উত্তর কলকাতা ১,০১,৪৫৭, হাওড়া ১,১৪, ৩০৫, হুগলি ৭৮,২৪৩, পূর্ব মেদিনীপুর ১,০২,৩৯৮, পশ্চিম মেদিনীপুর ৫৬,৫১২, পুরুলিয়া ৩৫,১৯৮, বাঁকুড়া ৫৬,৩৯১, পূর্ব বর্ধমান ৯৬,২৩৬, বীরভূম ৪০, ৯১৩, আলিপুরদুয়ার ৫৯,৩৩০, কালিম্পং ১৮,৬৫২, ঝাড়গ্রাম ১৯,৫৭৪, পশ্চিম বর্ধমান ১,৫৭,১৪৩।

কমিশনের একাংশ স্পষ্ট জানিয়েছে, অনেক জেলায় এখনও প্রচুর ‘আন-কালেক্টেড’ বা অসম্পূর্ণ ফর্ম সিস্টেমে আপলোড হয়নি। ফলে আসল চিত্র এখনো ধরা পড়ছে না। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এ বিষয়ে কঠোর অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বহু বিএলও তিনবার পরিদর্শনের পরও চূড়ান্ত তালিকা আপলোড করছেন না। আরও গুরুতর অভিযোগ, কিছু জায়গায় স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা নাকি বিএলও-দের জানিয়ে দিচ্ছেন যে আপলোড আপাতত বন্ধ রাখতে হবে, শেষ মুহূর্তে নির্দেশ দেওয়া হলে তবেই তা করা হবে। এই মন্থর গতির কাজ নিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষক তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং পরোক্ষে জানতে চান, কোন নির্দেশের অপেক্ষায় স্থগিত রাখা হচ্ছে আপলোড প্রক্রিয়া। কমিশনের মতে, যত দ্রুত তথ্য সম্পূর্ণভাবে সিস্টেমে তোলা হবে, তত দ্রুত পরিষ্কার হবে রাজ্যের প্রকৃত মৃত ভোটারের সংখ্যা।

সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত কমিশনের হালনাগাদ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে মোট ২১,০৫,৩৬৯ জন মৃত ভোটার শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা উত্তর ২৪ পরগনায়, যেখানে মৃত ভোটারের সংখ্যা ২,৭৫, ৩৩৭। দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিম বর্ধমান এবং তৃতীয় স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সপ্তাহান্তে আরও কমবে কলকাতার তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড় ‘দিতওয়া’ স্থলভাগে আছড়ে পড়বে না বলেই জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। সমুদ্র উপকূলেই শক্তি হারিয়ে এটি তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলের কাছাকাছি অবস্থান করবে। প্রায় ২০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরত্বে সমুদ্রের উপর দিয়ে উত্তর দিকে এগোবে ঘূর্ণিঝড়। ফলে বাংলায় এর সরাসরি কোনও প্রভাব নেই। তবে বাতাসের গতিবিধি বদলায় তাপমাত্রায় কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রাতের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সকালে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আগামী দু’তিন দিন কুয়াশা আরও ঘন হতে পারে। দৃশ্যমানতা কিছু এলাকায় ২০০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পশ্চিমের জেলাগুলিতে প্রায় ১৪ ডিগ্রি। এরপর মঙ্গলবার থেকে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করবে পারদ। সপ্তাহান্তে কলকাতায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলায় ১১ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে।

অন্যদিকে পার্বত্য এলাকায় বড় কোনও পরিবর্তন নেই। শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। দুই দিনাজপুর ও মালদায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে সপ্তাহের মাঝামাঝি ফের কমবে পারদ। এদিকে কলকাতায় সকালে হালকা কুয়াশা, দিনে পরিষ্কার বা আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর।

সম্পাদকীয়

পুলিশ নিয়োগেও প্রশ্নফাঁস ! কোথায় এ রাজ্যের প্রশাসন

শিক্ষক নিয়োগে এই রাজ্যের সরকারের ল্যাজে গোবরে অবস্থার কথা আর না হয় নাই বললাম, পুর নিয়োগেও দুর্নীতির তদন্ত চলছে আদালতের তত্বাবধানে। এবার পুলিশে নিয়োগ। যা নিয়ে গত ৪৮ ঘন্টা চর্চা চলছে রাজ্য জুড়ে। রবিবার ছিল রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষা নিতে গিয়েই নাজেহাল রাজ্য প্রশাসন। কারণ, প্রশ্ন ফাঁস! পরীক্ষার দিন প্রকাশ্যে দেদার বিক্রি হল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র! মোটা টাকায় তা কিনে নিলেন পরীক্ষার্থীরা। মজার কথা, এসব রোখার দায়িত্বে যে পুলিশদের, বেশির ভাগ জায়গাতেই দেখা গেল সর্ষের মধ্যেই ভূত! অর্থাৎ পুলিশের সঙ্গে যুক্ত লোকজনরাই গোটা চক্রের নেপথ্যে। প্রশ্ন ফাঁসে মিলল একাধিক চক্রের হদিশ। কোথাও খোদ পুলিশ অফিসার যুক্ত, কোথায় আবার পুলিশের গাড়িচালক, কোথাও বা আবার রীতিমতো ক্যাম্প খাটিয়ে চলছিল এই বেআইনি কারবার। বাদ ছিল না সিভিক ভলান্টিয়ারও! তাহলেই বুঝুন অবস্থাটা! এ রাজ্যে প্রশাসন বলে কি কিছু আর অবশিষ্ট আছে? রাজ্যজুড়ে পরীক্ষা ফাঁসের চক্রে পুলিশকর্মী, সিভিক ভল্যান্টিয়ার-সহ গ্রেফতার কমবেশি ২৫ জন! পুলিশের দেওয়া তথ্যই বলছে, প্রশ্ন ফাঁস চক্রে বরানগরে রাজ্য পুলিশের অষ্টম ব্যাটালিয়নের এক এএসআই, আবগারি দফতরের কনস্টেবল, কলকাতা পুলিশের গাড়ি চালক-সহ ৭ জন, দিঘার হোটেল থেকে ৭ জন, আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে তাঁবু খাটিয়ে প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগে ৭ জন, বর্ধমান স্টেশন থেকে ৩ জন এবং বসিরহাট থেকে গ্রেফতার হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এসবই শুকনো পরিসংখ্যান মাত্র। এ থেকে। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য পুলিশের অন্দরের ছবিটা। দুর্নীতির শিকড় পৌঁছে গিয়েছে কতটা গভীরে। ওপরওয়ালাদের মদত না থাকলে সিস্টেমের মধ্যে থাকা একজন পুলিশ কর্মী বা অফিসার এতটা বেপরোয়া হয় কী করে? তবে কি তারা বুঝে গিয়েছেন, তাদের কিছু হবে না? তাই তারা এতটা বেপরোয়া, এতটা লাগামছাড়া? একটা সুশৃঙ্খল বাহিনীর জন্য এটা মোটেই ভালো উদাহরণ নয়। রাজ্য প্রচাসনও এসব দেখেও জেগে ঘুমাচ্ছে! লক্ষ্মণ কিন্তু মোটেই ভালো নয়।

শব্দছক ২

রবি দাস

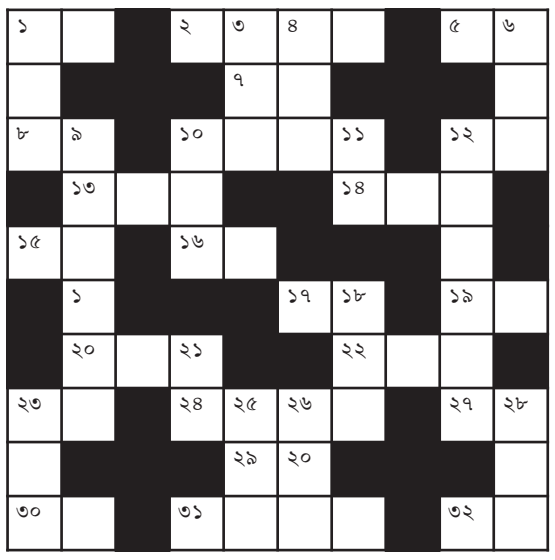

পাশাপাশি: ১. প্রদীপ ২. বিকারহীন ৫. কাব্য লিখিয়ে ৭. উষ্ণতা ৮. ভাদ্রের ফল ১০. পান করে চলেছে ১২. চোকানো ১৩. বর দান করে যে ১৪. সহজেই লজ্জা পায় ১৫. সাহচর্য ১৬. পনের দিনর মান ১৭. চিত্র ১৯. নিঃস্ব ২০. কিছু দিয়ে কপালে আঁকা ২২. আলস্য ২৩ খুড়ো ২৪ ক্ষমার অযোগ্য ২৭. নিমেষ ২৯. পুরুষ মানুষ ৩০ বিভিন্ন ৩১. মঙ্গলকারী ৩২. যুদ্ধ

ওপর-নিচ: ১. গরীবী ৩. মণ্ডপ ৪. ম্রিয়মান ৬. শত্রুতা ৯. লবঙ্গযুক্ত মিষ্টান্ন ১০. বৃক্ষ ১১. তল ১২. দুঃখকষ্ট ও অনুতাপ ১৮. নির্জন ২১. কামরা ২৩. ইচ্ছা ২৫. দেবোদেশে অঙ্গিকার ২৬. হিরে ২৮. নুন

সমাধান ১ — পাশাপাশি: ১. অধম ৩. বেলপাতা ৫. পদাতিক ৬. সরকারি ৮. রগচটা ১০. সমকামনা ১২. বোগনভিলা ১৫. উপলক্ষ ১৭. দেবারতি ১৯. কলরব ২১. রবিকর ২২. সততা

ওপর-নিচ : ১. অলস ২. দাদা ৩. বেকসুর ৪. তালকাটা ৫. পরিশ্রম ৭. রকম ৯. গগন ১১. কাজল ১৩. গণদেব ১৪. ভিতর ১৫. উপহার ১৬. ক্ষতিকর ১৮. তিক্ততা ২০ রক্ত

আজকের দিন

■ **১৯৮৪** — ভারতের ভোপালে একটি কীটনাশক কারখানা থেকে মিথাইল আইসোসায়ানেটের লিকেজ অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নেয় এবং হাজার হাজার তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী মৃত্যুর কারণ হয়। ২রা ডিসেম্বর জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস পালন করা হয়।

■ **১৯৮২** — ডঃ উইলিয়াম সি. ডেভ্রিস রোগী বার্নি ক্লার্কের শরীরে 'জারভিক-৭' নামে একটি স্থায়ী কৃত্রিম হৃদপিণ্ডের প্রথম সফল প্রতিস্থাপন করেন।

জন্মদিন

জেপি নাড্ডা

১৯৪২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রুসি জিজিবয়ের জন্মদিন।*

১৯৬০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জে পি নাড্ডার জন্মদিন।*

১৯৬০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সিল্ক স্মিতার জন্মদিন।*

বিহার নির্বাচনের ফলাফলে উজ্জীবিত বঙ্গীয় বিজেপি কি এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে সফল হতে পারবে?

শান্তনু রায়

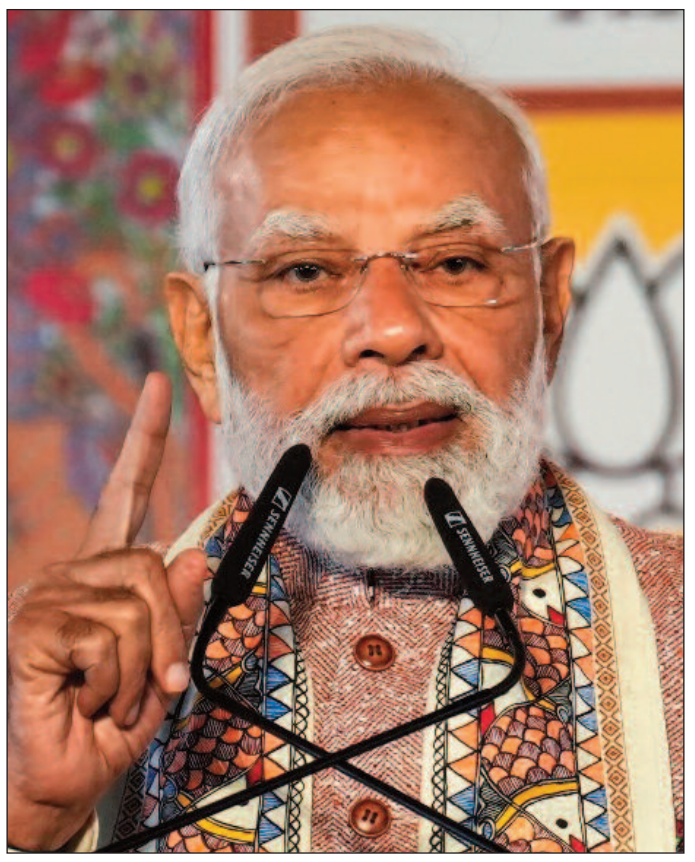

বিজেপি নেতৃত্বকে এও বুঝতে হবে যে সাধারনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি সহ জনসাধারনের বিবিধ দৈনন্দিন সমস্যাদূরীকরন , কর্মসংস্থান এবং জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তার প্রতিও মনোনিবেশ না করলে কেবলমাত্র ধর্মীয় আবেগ এমনকী জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধের মহান আবেগও বারবার নির্বাচনী সাফল্য আনতে সক্ষম নাও হতে পারে। এস আই আর পরবর্তী বিহারই প্রথম রাজ্য যেখানকার বিধানসভার এ নির্বাচনী ফলাফল হয়ত ভারতীয় রাজনীতির এক বিশেষ সদর্থক অভিমুখ-সুশাসন-জনমুখী স্বচ্ছ প্রশাসনএর পক্ষে ম্যাণ্ডেট আবার অপশাসন, স্বৈরাচার ও দুর্নীতির অতীত অধ্যায় বিস্মৃত না হওয়ার অঙ্গীকারও বটে। রাজনীতির এ নব্যনির্মিত আখ্যান এরাজ্যে কতখানি সফল হবে বা আদৌ হবে কিনা তা অনেক যদি ও কিন্তু'র উপর নির্ভরশীল ।এ রাজ্যেও মানুষ সীমাহীন দুর্নীতিতে বিরক্ত বিক্ষুব্ধ হলেও এবং পরিবর্তন চাইলেও বাস্তবে তা রূপায়নে বিবিধ বাধা। এক সর্বগ্রাসী দুর্নীতির অবাধ আস্ফালনে এবং কোনক্ষেত্রেই এমনকী কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দ্বারা তদন্তেও কোন অপরাধের শাস্তি না হওয়ার প্রেক্ষিতে জনমনে সেটিং এর তত্ত্বও উঁকি দেয়-সন্দেহ জাগে বিজেপি কি সত্যিই চায় বর্তমান শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে!

'গঙ্গা বিহার হয়েই বাংলায় গিয়েছে' বিহার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে এন ডি এ'র জয়ে দলের সদর দপ্তরে আয়োজিত সভায় উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দলের কর্মীদের প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন মন্তব্যে এ রাজ্য বিজেপি অনেকটা উজ্জীবিত হলেও পাটলিপুত্রের ক্ষমতার তখত আরও পাঁচ বছরের জন্য নিঃসন্দেহে নীতিশকুমারেরই দখলে থাকল , যদিও এই নির্বাচনের ফলাফল বলছে বিহার বিধান সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (৮৯)হিসেবে বিজেপি উঠে আসায় ক্ষমতার ভরকেন্দ্রেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হতে পারে।

২০ তারিখ পাটনার গান্ধী ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রীসভার গুরত্বপূর্ণ সদস্যদের এবং এন ডি এ শাসিত রাজ্য গুলির মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে দশম বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন নীতিশকুমারই -সাফল্যের নিরিখে তাঁর দল দ্বিতীয় স্থানে (৮৫টি আসন) থাকলেও।কারণ তাঁকে সামনে রেখেই এন ডি এ জোট এস আই আর পরবর্তী উত্তপ্ত বিহারের নির্বাচনী রণে ইণ্ডি জোটের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে ।তবে মনে রাখতে হবে যে ২০২৫ এ যে দুটি রাজ্যে বিধান সভায় সাধারণ নির্বাচন হয়েছে দুটিতেই বিজেপির সাফল্যই বলার মতো।বিহারে এবার বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করায় শুধু যে মন্ত্রীসভায় নীতিশর সঙ্গে শপথ নেওয়া ২৬জন মন্ত্রির মধ্যে ১৪জনই বিজেপির এবং এবারই প্রথম স্বরাষ্ট্র দফতরও নীতিশের হাতছাড়া।

অন্যদিকে একমাস ধরে রাহুল-তেজস্বী মিলে ভোটার অধিকার পদযাত্রা করলেও নির্বাচনে এন ডি এর এই বিপুল জয়ে মহাগোঠবন্ধনের এবারও ক্ষমতায় আসা হলনা।বোঝা যাচ্ছে সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী যুদ্ধে দলীয় ব্যর্থতার সব দায় এড়াতে নির্বাচন কমিশনের মুণ্ডপাত করতে একটা হাত পকেটে ঢুকিয়ে নাটকীয়ভাবে মাষ্টারমশায়ের মত ব্ল্যাকবোর্ড প্রোজেকশনের মাধ্যমে 'ভোটচুরি'র আখ্যান নির্মাণের যতই চেষ্টা রাহুল গান্ধী কিংবা ইণ্ডি জোটের অন্যরা করুন না কেন সাধারণ লোকের মনে তা রেখাপাত করেনি।

ফলতঃ গত নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে মহাগোঠবন্ধনের ভোটপ্রাপ্তির হার শতাংশের হিসেবে(প্রায় ৩চু) মোটামুটি একই বা অতি সামান্য বৃদ্ধি পেলেও এন ডি এ'র প্রায় ১০ু ভোটবৃদ্ধি ঘটায়(৪৬.৬ু)ইণ্ডি জোট ঝড়ে উড়ে গেছে । এন ডি এ'ই বিপুল জনাদেশ নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করতে সফল হয়েছে ।

তবে এবারের নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে লুকিয়ে আছে অবশ্য অনেক চমকপ্রদ তথ্য । প্রথমত ১০১টি আসনে লড়ে ২০ শতাংশ এর মত ভোট পেয়েও ৮৯ আসনে জয়লাভ করে বিজেপি প্রথমস্থানে উঠে এসেছে। অন্যদিকে লালুপ্রসাদের আর জে ডি লালু-পুত্র তেজস্বীর নেতৃত্বে আসনে লড়ে ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েও মাত্র ২৫টি আসনে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।একক দল হিসেবে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্তির হারটুকুই আর জে ডি' র সান্ত্বনা। আবার ১৯ শতাংশ এর সামান্য কিছু বেশি ভোট পেয়ে ১০১টি আসনে লড়ে জে ডি ইউ'র ৮৫টি আসনে সাফল্য নীতিশকুমারকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছে।

অন্যদিকে ইণ্ডি জোটে আর যে ডি ২৫টি আসন রক্ষা করতে পারলেও একসময়ে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতাসীন শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের ঝুলিতে এসেছে মাত্র ৬টি আসন। ৬১ টি আসনে লড়ে মাত্র ৬টি আসনে জয়ের শোচনীয় ফলাফলের প্রেক্ষিতে এই দলটির হয়ত পারিবারিক উত্তরাধিকারের অহংকার ত্যাগ করে নতুন করে আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে আজকের ভারতবর্ষের রুঢ় বাস্তবকে স্বীকার করে এই কথাটি স্মরণ করে যে চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সাধিত হয় না। কংগ্রেস সবসময় বড়দাদাসুলভ মনোভাবে বেকায়দায় না পড়লে কোয়ালিশনে পরাঙ্মুখ, সাধারনত জোট রাজনীতিতে স্বচ্ছন্দ নয়।

ইতিমধ্যেই কংগ্রেস দলের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে দলের রাজনৈতিক অভিমুখ নিয়ে । বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুর এই নির্বাচনী ফলাফলের প্রেক্ষিতে তাঁকে নির্বাচনী প্রচারে না ডাকা নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক টুইটে বলেছেন 'এই পরাজয় ভীষনভাবে হতাশাজনক যার গভীরভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।' তাঁর অভিযোগ কংগ্রেস বড্ড বেশি বামপন্থার দিকে ঝুঁকছে। বিপর্যস্ত কংগ্রেসদলে চলছে কাটাছেড়া প্রশ্নবিদ্ধ ভোটের দুমাস আগে থেকে ভোট- ময়দানে অনুপস্থিত রাহুলের দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ।বস্তুত রাহুলের রাজনৈতিক পরিপক্কতা এবং দেশের রাজনীতিতে একনিষ্ঠতা এখনও প্রশ্নাতীত নয়।

প্রসঙ্গত তত্ত্বগতভাবে তীব্র বিজেপি বিরোধী অতি'বামপন্থী' দল সিপি আই এম (লিবারেশন) এরও আসন কমে দুই হয়েছে।এতে সংসদীয় রাজনীতিতে এই 'বামপন্থা'র,যেখানে নিছক দলীয় সুবিধাবাদী লক্ষ্যে কখনও মতাদর্শগত(যদি থাকে)সরব 'ফ্যাসিস্ট' দের বিরুদ্ধে, আবার আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দলের নিত্যদিন চুড়ান্ত আগ্রাসী আধিপত্যবাদী চুড়ান্ত অগণতান্ত্রিক আচরণ দেখেও শুধু চুপ করে থাকা নয়, তাদের সঙ্গে জোটেও থাকা যায় তার ভবিষ্যত নিয়ে খুব আশাবাদী হওয়া হয়ত যায় না।

কারও কারও মতে অবশ্য বিহারে আসন ভাগ বাঁটোয়ারা মসৃণ না হওয়া ও বিজেপিকে ঠেকাতে গিয়ে আর জে ডি'র বিহারের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব না থাকা ভি আই পি দলের মুকেশ সাহনির নাম উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ঘোষনায় মুসলিম সমাজ অংশত বিরূপ হওয়ায় মহাগোঠবন্ধনের সাফল্যের কাঁটা হয়েছে ।

অন্যদিকে ভোটপ্রাপ্তির হার ১০ু বৃদ্ধি পেলেও আসনসংখ্যার নিরিখে বিপুল সংখ্যক আম আদমির মন জয় করে এন ডি এ পুনরায় ক্ষমতায় । আবার ফলাফলে প্রতীয়মান যে যতই বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজন বা মেরুকরনের অভিযোগ উঠুক না কেন জাতপাতভিত্তিক রাজনীতির অঙ্গন বিহারেও এবারে ভোটদাতাদের মধ্যে মেরুকরন স্পষ্ট নয় ।গড়ে বিহারে ১৮ু এর মত মুসলিম ভোট হলেও দেখা যাচ্ছে যেসব কেন্দ্রে সংখ্যালঘু নির্বাচকের হার আরও বেশি সেখানেও সাধারণ মহিলাদের মতো মুসলিম মহিলারাও উজার করে ভোট দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে, হয়তো রাজ্য সরকারের তরফে মহিলাদের হাতে দশ হাজার টাকা করে পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও অনেক কেন্দ্রীয় জনমোহিনী প্রকল্পের কারণে এন ডি এ জোটকে। সেজন্যই উত্তর বিহারের সীমাঞ্চলের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলেও বিজেপির প্রার্থীরা-হিন্দু হলেও।উল্লেখ্য এই বিপুল জয়ে নীতিশকুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তৃনমূলের সাংসদ(একদা বিজেপি সাংসদ)বিহারীবাবু শত্রুঘ্ন সিনহাও। এটা তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত দেয় কিনা তা সময়ই বলবে ।

তবে এই ফলাফলের সুযোগে ইণ্ডি জোটের নিয়ন্ত্রন পরোক্ষে নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য তৎপর এ রাজ্যের শাসক তৃণমূলকংগ্রেস নির্বাচনে মহা গোঠবন্ধনের এই ভরাডুবির জন্য দল হিসেবে কংগ্রেসকেই দায়ী করেছে।

প্রসঙ্গত নীতিশকুমারের উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি লালু-জামানার 'জঙ্গলরাজ' দুঃসহ স্মৃতি উসকে দেওয়া প্রচারে অর্জিত এই বিশাল সাফল্যে 'বিভাজন' বনাম উন্নয়নের লড়াইএর তত্ত্ব কিংবা সি আই আর , সিএএ ও এন আর সি -বিরোধী প্রচার অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল ।একে শুধু 'স্থিতিশীলতার'জয় আখ্যা দেওয়া কেবল এন ডি এর সাফল্যকে লঘু করা নয় চতুরভাবে একটি পরিবারতান্ত্রিক দলের অপরিপক্ক নেতার মিথ্যা অভিযোগ তুলে আস্ফালন ব্যর্থতা ঢাকার প্রচেষ্টাও।

অন্যদিকে মহাগোটবন্ধনের পক্ষ থেকে এই পরাজয়ের জন্য বিজেপির সাথে নির্বাচন কমিশনের অশুভ 'আঁতাত 'এর দিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা আদৌ কারণ হতে পারে না নির্বাচন কমিশনের কোন কোন পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের যতই আপত্তি থাক না কেন।

প্রসঙ্গত নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাহুল গান্ধীর লাগাতার আক্রমনের তীব্র সমালোচনা করে সম্প্রতি এক খোলা চিঠিতে দেশের ২৭২ জন বিশিষ্টজনেরা যাঁদের মধ্যে আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা , কুটনীতিক এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা বলেছেন- 'ভোট চুরি'র অভিযোগ রাজনৈতিক হতাশাকে প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্কটের আড়ালে রাখার প্রচেষ্টা মাত্র।

এন ডিএর এই দুর্দান্ত ফলাফলে বঙ্গীয় বিজেপি দারুনভাবে উজ্জীবিত আর কয়েক মাস পরে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে । কিন্তু এই ফলাফল বিজেপি'র কাছেও এক শিক্ষা নেওয়ার পাঠ হতে পারে, যথার্থ আত্মসমীক্ষারও ,যদি নেতৃত্ব আগ্রহী হন। তবে নির্বাচনী ফলাফলে ভোটবাক্সে দলের এ সাফল্যের পেছনে বিজেপির চাণক্য অমিত শাহের এক গুরুত্বপূর্ণ ও দক্ষ ভুমিকার কথাও উল্লেখ করতে হয়। যেকথা বলতে গিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন-স্বাধীন ভারতের সব চেয়ে বড় ভোট কুশলীর নাম অমিত শাহ।

তবে তাঁকেও খেয়াল রাখতে হবে সংগঠন জোরদার না হলে অমিত শাহের দক্ষতাকে ভর করে বঙ্গবিজয় সম্ভব করা দুরূহ।এখানেই রাজ্য সভাপতিরও দক্ষতার পরীক্ষা।

অনেকেরই স্মরনে আছে ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনেও সর্বাত্মক প্রচার সত্ত্বেও জয় বিজেপির অধরাই থেকে গিয়েছিল । তখন অনেকে বিজেপির এমন ফলাফলে এন আর সি ও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিক্রিয়াজনিত প্রভাবও অনুমান করেছিলেন ।যদিও দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে আপকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করতে সফল হয় বিজেপি।

একথা অস্বীকার করা যাবে না বিহারের এ ফলাফল কেবল ইতিবাচক ভোটের প্রকাশ । সামগ্রিক উন্নয়ন ও মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে সশক্তিকরণ প্রকল্পের সাফল্যের সার্থক প্রচারে মুগ্ধ সাধারন নির্বাচকমন্ডলীর বিপুল সমর্থন ভোটের বাক্সে নীতিশের পক্ষে গেছে। এখানেই স্থানীয় স্তরে নাগরিক উন্নয়ন এর গুরুত্ব। মহিলাদের হাতে টাকা পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পএর মাধ্যমে বাজিমাৎ বলে কটাক্ষ করলেও এর নির্বাচনী রাজনীতিতে এর বাস্তব কার্যকারিতা আরও প্রমাণিত হল।

বিধানসভার নির্বাচন সাধারনত স্থানীয় ইস্যুর ভিত্তিতেই হয়। সেক্ষেত্রে লোকসভার নির্বাচনের মত জাতীয় ইস্যু সেখানে তেমন গুরুত্ব পায়না। লোকসভা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলও অব্যবহিত আগে পরের রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে সম্পূর্ন ভিন্ন ফল যে করে তার বহু নজির আছে। সেজন্যই প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ইস্যু বা দেশরক্ষার উন্মাদনা- সাধারনভাবে প্রতিফলিত হয়না বিধানসভার নির্বাচনের সময় ভোটবাক্সে। তবে অপারেশন সিঁদুর এর মত ঘটনার প্রভাব হয়ত থেকে যায়। উল্লেখ্য যে ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও জোট হিসেবে এনডিএ সফল হওয়ায় সরকার গঠনের পর অনুষ্ঠিত ঝাড়খণ্ড ও দিল্লি দুটি রাজ্যবিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু পরস্পর ভিন্নমুখী হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে লোকসভার নির্বাচনে বিহারের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩৮টি আসনই পেয়েছিল এন ডি এ ,শতাংশের হিসেবে ভোটপ্রাপ্তির হারও ছিল অধিক। অর্থাৎ এক স্থায়ী বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্যে যে বিহারের বাসিন্দারা ভোট দিয়েছিল মোদীর পক্ষে তারাই এবার সুশাসন 'উন্নয়নে'র পক্ষে,নাগরিক জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সদর্থক পদক্ষেপ রাজনৈতিক শক্তির সমর্থনে ইভিএম এ বোতাম টিপেছেন।

আরও একটি কথা ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভার নির্বাচনে কিন্তু প্রথম দফায় একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া তেমন কোন গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি; ভোট গ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ছিল।কোন দলই এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ ছিল না।

ফিরে আসি গোড়ার কথায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ঐ ভাষণে দাবি করেছিলেন- (বিহারের)এই ফলের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গ,কেরল,তামিলনাড়ু পুদুচেরি, অসমে 'শক্তি যোগাচ্ছে'। সত্য অনেকে বিশেষত বঙ্গীয় বিজেপি একাংশও এই ফলাফলে উল্লসিত হয়ে ভাবছেন যে বিহারের ফলাফলের প্রভাবেই পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ক্ষমতায় এল বলে।ব্যাপারটি কিন্তু এতো সহজ নয়-ঘটনা আদৌ তেমনভাবে নাও ঘটতে নাও পারে।বাংলায় সাফল্য পেতে হলে 'প্রভাবের শক্তি'র সাথে বিজেপিকে যেমন মাটি কামড়ে পড়ে থেকে সংগঠনকে বাড়াতে হবে শক্তিশালী করতে হবে গোষ্ঠীকোন্দল দূরে সরিয়ে,তেমনই বিজেপিকে বাঙ্গালীরও পার্টি হয়ে উঠতে হবে-বাংলার সংস্কৃতি ও মননকে মর্যাদা দিয়ে।সর্বভারতীয় দল হিসেবে নিশ্চয়ই দলের অন্যান্য রাজ্যের নেতারা প্রচারে আসবেন কিন্তু দিল্লির বা অন্য রাজ্যের নেতাদের উপর অতিনির্ভরতা কিন্তু আখেরে তেমন কাজ দেয় না ।অন্যদিকে উত্তরভারতীয় সংস্কৃতি দিয়ে বাঙ্গালীর মন পাওয়া যাবে না তা অবশ্যই বুঝতে হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বকে।একই সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে তন্নিষ্ঠভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসের ধারাটিকে । দলকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের মতো অজ্ঞ অর্ধশিক্ষিত ভাষণে আত্মঘাত এবং অন্য কোনভাবে অন্তর্ঘাত না ঘটে যায়।হয়ত বিজেপিও এরাজ্যের নির্বাচনে এবার কৌশল হিসেবে হলেও বাঙালি সেন্টিমেন্ট কে হাতিয়ার করার চেষ্টা করতে পারে, তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।তবে সে কাজেও দলের অনুগামী বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের ভুমিকা কতখানি থাকে তার উপর নির্ভর করছে সাফল্য ।

বিজেপি নেতৃত্বকে এও বুঝতে হবে যে সাধারনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি সহ জনসাধারনের বিবিধ দৈনন্দিন সমস্যাদূরীকরন , কর্মসংস্থান এবং জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তার প্রতিও মনোনিবেশ না করলে কেবলমাত্র ধর্মীয় আবেগ এমনকী জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধের মহান আবেগও বারবার নির্বাচনী সাফল্য আনতে সক্ষম নাও হতে পারে।

এস আই আর পরবর্তী বিহারই প্রথম রাজ্য যেখানকার বিধানসভার এ নির্বাচনী ফলাফল হয়ত ভারতীয় রাজনীতির এক বিশেষ সদর্থক অভিমুখ-সুশাসন-জনমুখী স্বচ্ছ প্রশাসনএর পক্ষে ম্যাণ্ডেট আবার অপশাসন, স্বৈরাচার ও দুর্নীতির অতীত অধ্যায় বিস্মৃত না হওয়ার অঙ্গীকারও বটে। রাজনীতির এ নব্যনির্মিত আখ্যান এরাজ্যে কতখানি সফল হবে বা আদৌ হবে কিনা তা অনেক যদি ও কিন্তু'র উপর নির্ভরশীল ।এ রাজ্যেও মানুষ সীমাহীন দুর্নীতিতে বিরক্ত বিক্ষুব্ধ হলেও এবং পরিবর্তন চাইলেও বাস্তবে তা রূপায়নে বিবিধ বাধা। এক সর্বগ্রাসী দুর্নীতির অবাধ আস্ফালনে এবং কোনক্ষেত্রেই এমনকী কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দ্বারা তদন্তেও কোন অপরাধের শাস্তি না হওয়ার প্রেক্ষিতে জনমনে সেটিং এর তত্ত্বও উঁকি দেয়-সন্দেহ জাগে বিজেপি কি সত্যিই চায় বর্তমান শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে! যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে এ সন্দেহ সংশয় দূর করাও আগামীদিনে রাজ্য বিজেপির এক গুরুদায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী যুদ্ধে সাফল্যের জন্য আগামী কয়েকটি মাস সেজন্য বিজেপি'র এক অগ্নিপরীক্ষা; রাজ্যের পক্ষেও আগামী দিনগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তবে বিহার নির্বাচনের ফলাফলে উজ্জীবিত বিজেপি এ রাজ্যে পরিবর্তনে কিভাবে ও কতটা আন্তরিক সে হয়ত সময়ই বলবে।

চর্চাবাসর ৮

ডিসেম্বর ল্যাটিন শব্দ decem (অর্থ ১০) থেকে এসেছে। কারণ এটি মূলত রোমুলাসের ক্যালেন্ডারে বছরের দশম মাস ছিল।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুলিশে চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে অধরা মূল অভিযুক্ত

ব্লক সভাপতির ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কি গ্রেপ্তারে বাধা?

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত শনিবার বুদবুদের দেনশালা পঞ্চায়েতের কলমডাঙা গ্রামের মাঠ থেকে ৭জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশের একটি দল ওই ৭জনকে গ্রেপ্তার করে। তার আগে বর্ধমান স্টেশন থেকে আরও ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নদিয়ার সুরজিৎ অধিকারী, সঞ্জু সরকার ও কৌশিক চ্যাটার্জি শনিবার বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছায়। সেখান থেকে ট্রেন ধরে তাদের মানকর যাওয়ার কথা ছিলো। সূত্র মারফত পুলিশ খবর পায় পুলিশের পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় দালাল চক্র সক্রিয় হয়েছে। নদিয়ার এই তিন জনের নাম ও ছবি হাতে পাওয়ার পরই পুলিশ বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে জি আর পি সহযোগিতায় বর্ধমান স্টেশন থেকে তাদের আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বিবেক ঘোষ নামের যুবক তাদের নিয়ে যাবে। তাদের কাছ থেকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট ও মার্কশিট এর অরিজিনাল ও ১০ হাজার টাকা কে নিয়েছে। অডিও বার্তায় বিবেক তাদের জানায় বীরভূম থেকেও মীর হাবিব নামের যুবক বর্ধমান স্টেশন আসবে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আবার এই বিবেক কে গোটা বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিল বর্ধমানের জ্যোতিকল্যাণ বিশ্বাস ও আসানুল, বিবেক যেনো তাদের নিয়ে কলমডাঙায় পৌঁছয়। তবে তার আগেই সক্রিয় হয় পুলিশ।

শনিবার কলমডাঙা গ্রামে অস্থায়ী ক্যাম্প করে সেখানে রবিবার পুলিশের কনস্টেবলের যে পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষার আগাম প্রশ্নপত্র শনিবার বিলি হচ্ছিল। পুলিশ সমস্ত তথ্য হাতে পেয়ে কলমডাঙা গ্রামের হানা দিয়ে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে। ঘটনাস্থল থেকে সাত জনকে গ্রেপ্তার করে তবে পুলিশকে আসতে দেখে অনেকেই জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে যায়। যদিও ওই প্রশ্ন পত্রের সাথে রবিবারের

পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের কোনো মিল ছিল কিনা তা জানায়নি পুলিশ। পরে পুলিশ একটি শুয়োমোটো মামলা রুজু করে। দশ জনকে রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। তাদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আর কে কে যুক্ত আছে তাদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

তবে পুলিশের এই শুয়োমোটো মামলায় মূল মাথা কলমডাঙা গ্রামের বাসিন্দা, আসানুল মণ্ডলকে এখনো পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ঘটনার পর থেকেই সে এলাকা ছাড়া বলে জানা গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা জানিয়েছেন এই আসানুল হল বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের দেনশালা অঞ্চলের সর্বেসর্বা। আউসগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালনের অনুগামী এই আসানুল। স্থানীয়দের অভিযোগ আসানুল যে কাণ্ড ঘটিয়েছে তাঁর শাস্তি তাঁকে পেতে হবে।

তবে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই আসানুল? কেনই বা এলাকায় তাঁর এত দাপট। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সুপারি কিলার দিয়ে খুন করা হয়েছিল দেনশালা অঞ্চলের তৃণমূলের যুবনেতা চঞ্চল বক্সিকে। চঞ্চল বক্সি খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়ে ছিল আশানুল মণ্ডলের। ঘটনার এক সপ্তাহ পর আসানুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় দীর্ঘদিন জেলও খাটে সে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর আউশগ্রাম ২নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালনের ছত্রছায়ায় রীতিমতো এলাকায় নিজের দাপট কায়েম করতে শুরু করে।

স্থানীয়দের অভিযোগ পুলিশের খাতায় শনিবারের ঘটনায় আসানুলের নাম থাকলেও, তার মাথায় ব্লক সভাপতির হাত থাকায় এখনও পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকা আসামিকে নিয়ে ব্লক সভাপতি একাধিক অনুষ্ঠানে গিয়েছেন মঞ্চে এক সাথে থাকার ছবিও রয়েছে। সম্প্রতি কোটা গ্রামে ভেলা ভাসা অনুষ্ঠানেও তাকে মঞ্চে দেখা যায় ব্লক সভাপতির পাশে। যার কারণে হয়তো আশানুলের গ্রেপ্তার করতে পারছে না পুলিশ। শনিবারের ঘটনার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, গোটা চক্র টাই শাসক দলের মদতে চলছে রাজ্য জুড়ে তোলাবাজির কারবার চলছে। মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার একটা প্রতারণা চক্রের ফাঁদ পাতা হয়েছিল। যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েই থাকে তা হলে পুলিশের চাকরির লিখিত পরীক্ষা বাতিল হোক। এমনই দাবি জানিয়েছে বিজেপি। পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা কমিটির সদস্য রামকৃষ্ণ ঘোষ জানিয়েছেন, পুলিশ পুলিশের মতো কাজ করছে। কেউ অন্যায় করলে সে শাস্তি পাবে। তবে বিজেপি অযথা দলের নাম জড়িয়ে দলকে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

ভৈরবী ও রাসেশ্বর রাইস মিলের কালো ছাইয়ে চাষিদের ফসল নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবদ, রায়না: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না-২ ব্লকের পাঁইটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বুলচন্দ্রপুর মৌজায় বিস্তীর্ণ জমির ফসল কালো ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমে ফলানো সোনালি ধান দিনদিন কালো রং ধারণ করছে রাইস মিলের নির্গত ছাইয়ের কারণে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

স্থানীয় চাষিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার দুই রাইস মিল, ভৈরবী রাইস মিল ও রাসেশ্বর রাইস মিল থেকে নির্গত উড়ন্ত ছাই তাদের জমির ফসলে পড়ছে। অভিযোগ, ছাইয়ের স্তর জমে ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, পাতায় ও শীষে ক্ষত তৈরি হচ্ছে, এবং ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। চাষিদের কথায়, 'এত টাকা খরচ করে চাষ করি, সার-ওষুধ দিই, শ্রম দিই। কিন্তু রাইস মিলের ছাইয়ে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ জানালেও কেউ শুনছে না।'

একাধিকবার গ্রামবাসী ও চাষিরা রাইস মিল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনো সমাধান মেলেনি বলে দাবি। মিলের চিমনি থেকে বের হওয়া ছাই প্রতিদিনই ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশের চাষের জমিতে। এতে ধান ও অন্যান্য ফসলের সরাসরি ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয়ে রাইস মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তারা কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ফলে কৃষকদের ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে। তাদের দাবি, পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন ও পরিবেশ দপ্তরকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। নইলে চাষ করে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে যাবে তাদের।

পরিবেশ দূষণ, কৃষিক্ষতি ও স্থানীয় মানুষের ভোগান্তি, সব মিলিয়ে বুলচন্দ্রপুরে রাইস মিলের ছাইয়ের দাপট এখন বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাষিরা একটাই দাবি তুলছেন, 'মিল চলুক, কিন্তু আমাদের ফসল বাঁচিয়ে।'

PUBLIC NOTICE

Tata Cosumer Products Limited
1, Bishop Lefroy Road,,Kolkata West Bengal - 700020

NOTICE is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company has been lost and the holder of the said securities / applicant has applied to the Company to issue duplicate certificates.
Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within **15 days** from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Name of the Holder	Kind and face value of Securities	No. of Securities	Folio No.	Certificate No	Distinctive Numbers
Share Holder- Jyoti Rashikant Mehta Joint Holder- Rashikant Ratilal Mehta	Equity & FV Rs.1	1570	TFJ0003506	8800	15785251-15786820

সাধারণ নোটিশ

সংশ্লিষ্ট কোস্টাল প্রোজেক্টস লিমিটেডের (তালিকামুক্ত কোম্পানি), রেজিস্টার্ড অফিস -প্লট নং ২৩৭, ৩য় তল, বাপুজি নগর, ভুবনেশ্বর, খুরদা -৭৫১০০৯, ওড়িশা, এবং রশ্মি মেটালিকস লিমিটেড (অধিগৃহীত কোম্পানি), রেজিস্টার্ড অফিস -৩৯ শেক্সপিয়ার সরণি, ৭ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ।
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল বিনিয়োগকারী এবং শেয়ারহোল্ডারকে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত সংযুক্তি প্রকল্প রচিত হয়েছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ২৩৩(১২) এবং তৎসহ ধারা ২৩২(১)(বি) এবং প্রযোজ্য রুলস অধীনে সংশ্লিষ্ট তালিকা বিমুক্তকারী কোম্পানির বিধিবদ্ধ সকল কর্তৃপক্ষ এবং সংযুক্ত কোম্পানির নিকট যথাযথভাবে অবগত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনও পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য গৃহীত হয়নি। সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী প্রসাবিত প্রকল্পের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি বা বিরুদ্ধ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গৃহীত হয়নি। ফলে শেয়ারহোল্ডারগণ এবং বিনিয়োগকারীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, প্রকাশিত প্রকল্প চূড়ান্ত প্রকল্প হিসেবে গণ্য করতে এবং তা শেয়ারহোল্ডারগণ এবং বিনিয়োগকারীগণকে অবহিত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রশ্মি মেটালিকস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকরী
৩৯ শেক্সপিয়ার সরণি, ৭ম তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ।
তারিখ : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

তারিখ : ২৯.১১.২০২৫

প্রতি,
মেসার্স কন্টিনেন্টাল কনসর্টিয়াম, কেমিক্যাল কোম্পানি, ১০১/বি, টালিগঞ্জ রোড, সাহাপাড়া সাব পোস্ট অফিসের নিকট, সাহানগর, কলকাতা- ৭০০০২৬। আরও ঠিকানা : ৭এ, সাধু তারা চরণ রোড, কলকাতা- ৭০০০২৬।

বিষয় : সম্পত্তি খালি করার অনুরোধ

মহাশয়/মহাশয়া,
এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে মহামান্য সিজেএম এর নির্দেশ নং ০৭-২০২৫ সালের তারিখ ২১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী সম্পত্তির **স্বত্ব ০৫.০৭.২০২৫** তারিখে গৃহীত হয়। যা হোক সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি খালি করেননি।
ফলে আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে অবিলম্বে সম্পত্তি খালি করতে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, প্রেমিসেস ১৪ দিনের মধ্যে খালি না করা হলে, সারফেসি আইন অধীনে ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
সম্পত্তির তপশিল : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত দোতলা ভবন, জমির পরিমাপ এরিয়া ০২ কাঠা ০৪ ছটাক, ২৬ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০১বি, কবিশেখর কালিদাস রায় রোড, পূর্বতন পরিচিত টালিগঞ্জ রোড, কেএমসি, ওয়ার্ড নং ৮৮ অধীন, থানা টালিগঞ্জ, কলকাতা- ২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন প্রেমিসেস ১৩ ডিসেম্বরেব ২০২৫ মধ্যে খালি করে দিতে হবে

তারিখ : ২৯.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সেন্ট্রল বৈঁক আঁফ ইণ্ডিয়া Central Bank of India

হলদিয়া শাখা
মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, হলদিয়া
পো. খানজানচক, থানা : দুর্গাচক
জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, হলদিয়া, পিন - ৭২১৬০২
মোবাইল নং : ৯৭৩৪১০২০৩২ এবং ৭৯০৩০৮৩৩৩৫

প্রতি,
শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, এন ০২৮৬, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লি, নং ২ পশ্চিম হসপিটাল কোয়ার্টার, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬০২।
আরও ঠিকানা : লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, খাঞ্জানচক, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২।
শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী স্বামী সন্দীপ চৌধুরী, এন ০২৮৬, বাসুদেবপুর দক্ষিণ পল্লি, নং ২ পশ্চিম হসপিটাল কোয়ার্টার, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৬০২।
আরও ঠিকানা : লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, ফ্ল্যাট নং ১এ, ২য়তল, খাঞ্জানচক, হলদিয়া, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২।

বিষয় : বাজেয়াপ্ত দ্রব্যাদি দখল নেওয়ার জন্য পনেরো দিনের নোটিশ

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ব্যাঙ্ক সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছে অবস্থিত : বসবাসের ফ্ল্যাট মালিকানাধীন শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, এবং শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী, স্বামী শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দোতলা, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভবনের পরিচিত লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস হিসেবে, মৌজা খঞ্জনচক, জেএল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, সাবেক প্লট নং ৪৯০ এবং ৪৯৩, হাল প্লট নং ৭৮৪ এবং ৭৮৫, দুর্গাচক, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২। বিক্রয় দলিল নং ১/৮০৩১ -১০.১০.২০১৭। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী বীরেণ জানা এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : সড়ক এবং মার্কেট; পশ্চিমে : শ্রী ভক্তি প্রসাদ জানা এর সম্পত্তি। **১৫.১১.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী নির্দেশ তারিখ ১২.০৮.২০২৫, মহামান্য অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, মামলা -১৮২/২০২৫ মহামান্য রিসিভার মিসখাত খান মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীনে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে।
সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া অধীনে বন্ধকদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখলের সময়ে দ্রব্যাদির তালিকা এবং পঞ্চনামা রচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এই পত্র মারফত আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট উক্ত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির মধ্যে থাকা দ্রব্যাদির স্বত্ব ১৫ দিনের মদ্যে দখল নিতে অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি নিলাম/বিক্রয় করবে উপযুক্ত উপায় বিবেচনায় এবং ১৫ দিন অতিক্রান্তে ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
ফলে, আপনার সুবিধা মতো সময়ে আপনাদের ব্যাঙ্কর শাখায় যোগাযোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যথাযথ সম্ভাসন পূর্বক,

তারিখ : ১৭.১১.২০২৫
অনুমোদিত অফিসার
হলদিয়া শাখা

স্কুলে নিম্নমানের নতুন ভবন তৈরির প্রতিবাদ, পরিচালন সমিতির সভাপতি ও দলবলের হামলায় আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি হাইস্কুলে নিম্নমানের নতুন ভবন তৈরি করার প্রতিবাদ করায় স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও তাঁর দলবলের হামলায় আক্রান্ত হলেন এক যুবক। সোমবারের এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রতুয়া ২ ব্লকের পরানপুর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, প্রকাশ্য রাস্তায় সুব্রত দাস (৩০) নামে ওই যুবককে মারধর করে পরানপুর হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈয়দ রাফিকুল হাসান ও তাঁর ভাই সৈয়দ রাবিউল হাসান-সহ তাঁদের দলবলের লোকেরা। এই হামলার বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয়রাই ছুটে এসে প্রতিবাদী ওই যুবককে হামলাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত যুবক সুব্রত দাস। পাশাপাশি সরকারি নিয়মের বাইরে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে স্কুল ভবন তৈরির বিষয়ে রতুয়া ২ ব্লক প্রশাসনের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও শেখর শেরপা জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরানপুর হাইস্কুলে দোতালা একটি নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আর এই কাজেই নিম্নমানের ইট, সিমেন্ট, লোহার রড ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। এদিন সকালে পরানপুর হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুব্রত দাস নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ভবন তৈরির প্রতিবাদ করেন। এরপর সিডিউল না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। সেই সময় সংশ্লিষ্ট স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈয়দ রাফিকুল হাসান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে শুরু হয় তর্কাতর্কি। পরবর্তীতে সেই গোলমাল স্কুলের বাইরে প্রকাশ্য রাস্তায় এসে পড়ে। এরপরই দলবল নিয়ে সংশ্লিষ্ট হাইস্কুলের পরিচালক সমিতির সভাপতি ওই যুবকের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

আক্রান্ত সুব্রত দাসের অভিযোগ, এর আগেও এই স্কুলে একটি নতুন দোতালা ভবন তৈরি করা হয়েছে। সেটা এখনো ব্যবহার শুরু হয়নি। অথচ ওই নির্মীয়মাণ ভবনের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবারও একটি নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। আর সেটিও একইভাবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে। এতটা নিম্নমানের ভবন তৈরি হলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পড়ুয়াদের ক্ষতি হতে পারে। এনিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু ওই স্কুলেই পরিচালন সমিতির সভাপতি দলবল নিয়ে আমাকে রাস্তায় আটকে বেধড়ক মারধর করে।

পরানপুর হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলরাম মাহাতো বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনে স্কুল ভবন তৈরি কাজ চলছে। ভবন তৈরি ক্ষেত্রে লোকাল রড ব্যবহার করা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছিল। তবে স্কুলের প্রাঙ্গণের মধ্যে কোনও রকম গোলমাল হয়নি। যা হয়েছে বাইরে। তাই এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না।

সংশ্লিষ্ট স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সৈয়দ রাফিকুল হাসান বলেন, তার ওপরই সুব্রত দাস দলবল নিয়ে হামলা চালিয়েছে। কারণ ওই যুবক স্কুলের পাশে একটি ক্লাব পরিচালনা করে। তারা ভবন তৈরির জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিল। তাতে আপত্তি জানানোয় এভাবে হামলা চালিয়েছে। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ঝালদায় র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সোমবার নেশা মুক্ত ভারতদ অভিযানের অংশ হিসেবে পুরুলিয়ার ঝালদা ২ আইসিডিএস প্রকল্পের উদ্যোগে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এই র‍্যালির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ঝালদা ২ প্রকল্পের সিডিপিও, যার সক্রিয় প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মহলের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

র‍্যালিটি সোমবার সকালে আইসিডিএস প্রকল্প কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী, সাহাযিকা, কিশোরী গোষ্ঠীর সদস্যা, স্থানীয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্বেচ্ছাসেবক এবং এলাকাবাসী। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে তাঁরা এলাকার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, নেশা নয়, জীবন বেছে নিন, তামাক-বর্জন করুন, সুস্থ জীবন গড়ুন, ড্রাগসমুক্ত সমাজ চাইদ ইত্যাদি সচেতনতামূলক বার্তা।

র‍্যালির মাধ্যমে মাদকাসক্তির দুঃপরিণতি, পরিবারে তার প্রভাব এবং সমাজে বেড়ে চলা নেশাজনিত সমস্যার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াইয়ের আহ্বান জানানো হয়। শিশু, কিশোর-কিশোরী ও তরুণ প্রজন্মকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার এবং সাধারণ মানুষের যৌথ প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।র‍্যালি শেষে আইসিডিএস কার্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীদের নেশামুক্ত জীবনযাপনের উপায়, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবার পরামর্শ এবং সচেতনতার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এই বিশেষ র‍্যালি এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং নেশা-মুক্ত সমাজ গঠনে সকলকে একত্রে কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

ফর্ম নং আইএনসি-১৯
বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ২২ অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে, অরাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (''কোম্পানি'') কর্তৃক পূর্ব অঞ্চলের মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীনে কোম্পানিকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিলের জন্য একটি আবেদন করা হয়েছে এবং লাইসেন্স বাতিলের অনুমোদনের পর, কোম্পানিকে তার বিদ্যমান নামের সাথে ''প্রাইভেট লিমিটেড'' শব্দটি যোগ করতে হবে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
ক) ''অরাস'' নামে পরিচিত ভবন কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন গ্রহণ করা, যার মূল ব্যবসার স্থান হল ''মেসার্স স্কাই ভিউ ডেভলপারস'', যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, পৌর প্রেমিসেস নং ৪৮, মঠেশ্বরতলা রোড, থানা - প্রগতি ময়দান, কলকাতা ৭০০ ০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ ১০০২ ইএম বাইপাস, থানা - প্রগতি ময়দান, কলকাতা-৭০০১০৫, পশ্চিমবঙ্গ -এ অবস্থিত, একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা।
খ) আবাসিক প্রকল্প ''অরাস'' এর উভয় টাওয়ারের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, প্রশাসন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এর কাঠামো, স্কাই লাউঞ্জ, জিম, গেম রুম, সভাস্থল, সুইমিং পুল, টেরেস, ছাদ, লবি, খেলার জায়গা, সবুজায়ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মন্দির, যদি থাকে, টেলিকম রুম, ওয়াই-ফাই রুম, পার্কিং স্পেস, সমস্ত সাধারণ এলাকা, লিফট, সিঁড়ি, জল পাম্প, জল সাশ্রয়ী ফিক্সচার, জল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাঙ্ক, বৈদ্যুতিক মিটার, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য স্থাপনা, জেনারেটর, এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম, এয়ার পিউরিফায়ার সিস্টেম, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, আবর্জনা অপসারণ এবং শোধন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভবন কমপ্লেক্সের বাইরের দেয়াল ইত্যাদি।
গ) ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট মালিক এবং মালিকদের জীবনযাত্রার মান এবং উন্নতির জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার করা।
ঘ) মারাত্মক রোগ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম, ভবনের অবনতি কমাতে প্রতিরোধমূলক পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাম্প এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা।
ঙ) ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট মালিক এবং মালিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং সুরেলা সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা।
চ) পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক বলে বিবেচিত অন্যান্য সকল কাজ করা।
তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি তার তহবিল দিয়ে এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করবে না, অথবা তার সদস্যদের বা অন্যদের দ্বারা তা পালনের জন্য প্রস্তুত করবে না, যা কোম্পানির উদ্দেশ্য হিসেবে এটিকে একটি ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত করবে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির স্মারকলিপি (''এমওএ'') এবং সংস্থার ধারা (''এওএ'') এর খসড়ার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে দেখা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরোধিতাকারী যেকোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIF/১৬, অ্যাকশন এরিয়া III, প্রাঙ্গণ নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০ ১৩৫, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে এই আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
তারিখ ২ ডিসেম্বর, ২০২৫।

অরাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষে
স্বা/- সঞ্জয় গুপ্তা, ডিরেক্টর, ডিন - ০০৭২৯০৮৬
স্বা/-বিনয় কেডিয়া, ডিরেক্টর, ডিন - ০১০২২৮৪৯

মালগাড়ি ও ট্রাক্টরের সংঘর্ষে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সপ্তাহের শুরুর দিনেই শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ায় ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মালগাড়ি ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির, গুরুতর আহত দুই। মৃত ব্যক্তির নাম বুধন হাঁসদা। ঘটনাটি ঘটে জামুরিয়া শেখপুর সংলগ্ন রেললাইনে।

জানা যায়, সোমবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ, জামুড়িয়ার নন্ডী এলাকা থেকে একটি ইটবোঝাই ট্রাক্টর শেখপুর রেলগেট পার হয়ে দামোদরপুরের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎই ওই ইট বোঝাই ট্রাক্টরটি রেললাইন পেরনোর, সময় চিত্তরঞ্জনের দিক থেকে আসা একটি মালগাড়ি সজরে ধাক্কা মারলে ইটবোঝাই টাক্টরটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং রেললাইনের দুই পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনায় সেই ট্রাক্টরটির মধ্যে থাকা তিন ব্যক্তির মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় এবং গুরুতরভাবে আহত হয় বাকি দু'জন।

ঘটনার খবরে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, রেল পুলিশ ফোর্স এবং রেলের উদ্ধারকারী দল। ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায় স্থানীয় মানুষজনদের। সূত্রের খবর, গুরুতর আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বর্তমানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় হাসপাতালে। রেলের উদ্ধারকারী দল মালগাড়ি ধাক্কায় দুমড়ে মুছরে যাওয়া ট্রাক্টরটির মধ্যে আটকে পড়া মৃত বুধন হাঁসদাকে গ্রাইন্ডার মেশিনের মাধ্যমে কেটে বের করে এবং পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। এই ঘটনায় রেলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: রবিবার রাতে মন্তেশ্বর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর।নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এদিন বাইক আরোহী একটি বিদ্যুতের খুটিতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় ৪৪বছর বয়সি রাম গুরং। তাঁর বাড়ি মন্তেশ্বর ব্লকের ধাওরাপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলো ওই ব্যক্তি। স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে একটি বিদ্যুতের খুটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা তাকে দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মন্তেশ্বর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পুলিশকে স্থানীয়রাই খবর দেয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। রাতেই মন্তেশ্বর থানার পুলিশ দেহ নিয়ে যায়। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

অগ্নিমূল্য বাজার, পকেট ফাঁকা হওয়ার জোগাড় মধ্যবিত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: খনি অঞ্চলে শীতের বাজার ঊর্ধ্বমুখী, তাতে পকেটে টান পড়েছে মধ্যবিত্তের। নিত্য প্রয়োজনীয় শাকসবজি থেকে শুরু করে মাছ মাংস সবই অগ্নিমূল্য। সবজিতে চোখ পড়ার আগে চোখ পড়ছে নিজের পকেটের দিকে কেননা দফাই দফাই সবজির দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে মাথায় হাত পড়েছে সকলের।

সোমবার পাণ্ডবেশ্বর বাজারে কিছু সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, অধিকাংশ শাকসবজি প্রতি কেজি ৫০ টাকার ওপরে। যদিও সবজি বিক্রেতাদের দাবি আমদানি যেমন তেমনই দাম হচ্ছে। ফলন কম তাই চাষীদের কাছে চড়া দামে সবজি কিনতে হচ্ছে। তারা জানান, 'কেনা দামের থেকে একটু বেশি দামে না বিক্রি করলে আমাদের সংসার চলবে না।' তবে তারা এও স্বীকার করে নেন এবছর অন্য বছরগুলির তুলনায় দাম অনেকটাই বেশি। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে।

এক ক্রেতা আমাদের জানান, 'দফায় দফায় যেভাবে

সবজির দাম বাড়ছে তাতে কোনও জিনিসে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। একের পর এক বিক্রেতার কাছে শুধুমাত্র দাম জিজ্ঞাসা করাই বৃথা হচ্ছে, কিছুই কিনতে পারছি না।' বাজারের বিক্রেতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজনের এখন একটাই দাবি যে শীতের সবজির ব্যাপক হারে আমদানি যতদিন না-হচ্ছে ততদিন বাজারে শাকসবজির দাম থাকবে অগ্নিমূল্য।

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ০৩৩-২২৪৮ ৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেল : sclinvestors@somanyceramics.com/ corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট : www.somanyceramics.com

নোটিশ

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড-এর ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তির জন্য ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে প্রত্যাখ্যাত এবং লজারের কাছে ফেরত পাঠানো প্রকৃত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধগুলি, ত্রুটিগুলি সংশোধন করে পুনরায় লজ করা যেতে পারে, ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এর মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা লি, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮-২২৪৮/২২৪৩-৫০২৯ অথবা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com এর সাথে।
আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই কেবল স্থানান্তরিত শেয়ার ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে। নথিভুক্তির জন্য একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং ট্রান্সফারের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় তার ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) এবং ট্রান্সফার ডকুমেন্ট এবং শেয়ার সার্টিফিকেট আরটিএ-এর নিকট প্রদান করতে হবে।

সোমানি সিরামিকস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
(অনুজ কালিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি
তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০২৫
স্থান : নয়ডা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল ঃ col1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৬৭৪৭৮০৪৬০

পরিশিষ্ট -৪এ
[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত ১৯.১২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৯,৬৯,৪৮,৫৩৭.৬৮ টাকা (উনষাট কোটি উনসত্তর লাখ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) ৩১.০৫.২০১৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি ০১.০৬.২০১৩ তারিখ থেকে জামিনঅধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **এসএভি স্টিলস প্রা লি. এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল (খ) শ্রী আয়ুষ আগরওয়াল এবং কর্পোরেট জামিনদাতাগণ - ক) ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি., খ) হোপলাইন হোমিও রিসার্চ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ প্রা লি.** এর কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.১২.২০২৫, সময় সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৬ বিঘা ১৩ কাঠা ৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি কুচা টালি পরিমাপ আনুমানিক ৮০ বর্গফুট, সিএস দাগ নং ৩০৯, হাল দাগ নং ৩২৭, মৌজা : মাদুরদহ, জেএল নং ১২, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৮ অধিক্ষেত্রে,থানা : তিলজলা, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫২৯০/২০০৭। (ল্যান্ডমার্ক আর্বানা প্রজেক্টের নিকট)**। সম্পত্তি কর্পোরেট জামিনদাতা : **ধনকিরণ কমোডিটিজ প্রা লি. এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; **পূর্বে** অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭। **দক্ষিণে :** অংশ আরএস দাগ নং ৩২৭; পশ্চিমে : ক্যানাল।	৩০,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫,০০,০০০.০০ টাকা	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০২.১২.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

আরইআই অ্যাগ্রো লিমিটেড (লিকুইডেশনে) লিকুইডেটর : সিএ অনিল গোয়েল
রেজিস্টার্ড অফিস : এভারেস্ট হাউস, ৪৬সি, চৌরঙ্গী রোড, ১৬তম তল, রুম নং ১৫বি, কলকাতা - ৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ), ভারত
আইবিবিআই ঠিকানা : এএএ হাউস, ৬৪, ওখলা এস্টেট, ফেজ III (মোদি মিলসের পিছনে), নতুন দিল্লি-১১০০২০
ইমেল আইডি : assetsale1@aaainsolvency.in, reiagro@aaainsolvency.com
যোগাযোগ নম্বর : +৯১-৮৮০০৮৬৫২৮৪; (শ্রী ওয়াসিম এবং অ্যাডভোকেট হর্ষ গুপ্ত)

ই-নিলাম - দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদ বিক্রয়
কোম্পানির বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামের তারিখ এবং সময় স্লাম্প বিক্রয় ভিত্তিক : ০৫ জানুয়ারী, ২০২৬
সময় : দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ)
নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রাক-যোগ্যতা নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - **০৩ জানুয়ারী, ২০২৬ বিকাল ৪টা পর্যন্ত।**
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০৩ জানুয়ারী, ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

২৪.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশ অনুসারে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ গঠনকারী, আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ক)/(গ) এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্দা বিক্রয় বা সম্পূর্ণ প্ল্যান্টে সম্পত্তি বিক্রয়। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** এর মাধ্যমে করা হবে।

ব্লক	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ক)	খণ্ড ভিত্তিতে ইউনিট ১ স্থিত জমি খণ্ড খন্ড ভিত্তিতে বিক্রয়	২৯,৭২,১১,৯০৫	২,৯৭,২১,১৯০	৫,০০,০০০/-
খ)	খণ্ড ভিত্তিতে ইউনিট ২ স্থিত জমি খণ্ড খন্ড ভিত্তিতে বিক্রয়	৪০,০০,৫০,০০০	৪,০০,০৫,০০০	৫,০০,০০০/-
গ)	কর্পোরেট ডেটরের ফ্যাক্টরি একলপ্তে বিক্রয়, জমি এবং ভবন সহ, অবস্থিত ইউনিট -৩ -প্লট নং ১২৬, সেক্টর ৬, বাওয়াল, হরিয়ানা-১২৩৫০১	৩১,৭৮,৩৭,৯৩২	৩,১৭,৮৩,৭৯৩	৫,০০,০০০/-
ঘ)	ইউনিট ৩ স্থিত ঘণ্ড ভিত্তিতে জমি বিক্রি	২৯,৮৪,০৪,৩৮৭	২,৯৮,৪০,৪৩৮	৫,০০,০০০/-
ঙ)	ইউনিট ৩ স্থিত ভবন নির্মাণ এবং শেড খণ্ড ভিত্তিতে বিক্রয়	৮২,৬৬,১৭৫	৮,২৬,৬১৭	১,০০,০০০/-

দ্রষ্টব্য - আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬ এর নিয়ন্ত্রণ ৩২(এ)/(সি) এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিধি ৩২(বি) এবং EAUCTION/DOC/12/2025/10 অনুসারে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কারখানার মন্দা বিক্রয় ভিত্তিতে বিক্রয় সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম নং EAUCTION/DOC/12/2025/11 দেখুন।
বিক্রয়ের শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. ই-নিলাম **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'', এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** পরিচালিত হবে কারণ এই বিক্রয় কোনও ধরণের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই আইবিবিআইই-নিলাম পোর্টালে অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে BAANKNET দ্বারা করা হবে।
২. ভারতের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ড (লিকুইডেশন প্রসেস) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৬, তফসিল। ''বিক্রয়ের ধরন'' ধারা ১(৫এ), দরদাতাদের ঘোষণা করতে হবে যে তারা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য নন; পরে অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে যেকোনো ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৩. সর্বোচ্চ দরদাতার পরিচয় সনাক্তকরণ একজন সফল দরদাতার মর্যাদা নিশ্চিত করে না। স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ কমিটি (এসসিসি) এর সাথে পরামর্শ করে, লিকুইডেটর সফল দরদাতা ঘোষণা করার একমাত্র কর্তৃত্ব বজায় রাখে। লিকুইডেটর এবং এসসিসি যেকোন একক ব্লককে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং অন্যান্য দর বাতিল করার বা অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক।
সমস্ত শর্তাবলী AAA ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস LLP এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://insolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/rei-agro-limited/ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি থেকে ইএমডি জমা দেওয়ার এবং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

সিএ অনিল গোয়েল
আরইআই এগ্রো লিমিটেডের লিকুইডেটর
রেজিস্ট্রেশন নম্বর IBBI/IPA-001/IP-P00118/2017-2018/10253
ই-মেইল : reiagro@aaainsolvency.com
যোগাযোগ নম্বর +৯১ ১১-৪৬৬৬৪৬২৩, ৮৮০০৮৬৫২৮৪
তারিখ : ০২/১২/২০২৫
স্থান : নয়াদিল্লি

বালি দুর্নীতির তদন্তে গোপীবল্লভপুরে ফের ইডি অভিযান, উদ্ধার গুরুত্বপূর্ণ নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যজুড়ে বালি দুর্নীতি তদন্তে আরও গতি আনছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পাচার হওয়া বালির টাকার উৎস, আর্থিক লেনদেনের স্রোত ও নয়ছয়ের জাল ভেদ করতে গত কয়েক মাসে একের পর এক জেলাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। পাশাপাশি বালি তোলার নকল অনুমতিপত্র, সিও ব্যবহার করে জালিয়াতির চক্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর। তদন্ত যত এগোচ্ছে, সামনে আসছে নতুন নথি, নতুন নাম ও আরও বিস্তৃত মানি, ট্রেলের ইঙ্গিত।

ঠিক এই তদন্ত ধারায়ই তিন ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানায় বালি বোঝাই ট্রাকে করে নকল সিও ব্যবহার করে বালি পাচারের ঘটনায় বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসে। সেই মামলার নথি খতিয়ে দেখতেই অভিষেক পাত্রের নাম ফের সামনে আসে, এবং সেই সূত্রেই গোপীবল্লভপুরে ইডির অভিযান তীব্রতর হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যেই সোমবার সাত সকালে ফের উত্তেজনা ছড়াল গ্রামে গোপীবল্লভপুরে। স্থানীয় আঠাঙ্গি গ্রামে সকাল সাতটা নাগাদ হানা দেয় ইডির একটি বিশেষ দল। দীর্ঘদিন ধরে বালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ থাকা অভিষেক পাত্র ওরফে বিল্টুর বাড়িতে পৌঁছন আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে সকাল থেকেই শুরু হয় বিস্তৃত তল্লাশি।

টানা প্রায় ১১ ঘণ্টার অভিযান শেষে সন্ধ্যার দিকে একে একে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডি-র আধিকারিকরা। তাঁদের হাতে ছিল একাধিক নথি, ডিজিটাল ডেটা, লেনদেন-সংক্রান্ত তথ্য ও নথিপত্রের বান্ডিল। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া এই নথিই বালি চক্রে অর্থের প্রবাহ এবং লেনদেনের নতুন খতিয়ান খুলে দিতে পারে। তল্লাশির সময় বাড়ির সদস্যদেরও দীর্ঘক্ষণ প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। সারাদিন ধরে এলাকায় থমথমে পরিবেশ। স্থানীয়দের দাবি, এত বড়সড় অভিযান এর আগে কখনও দেখা যায়নি। সকাল থেকেই এলাকা পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হয়।

এর আগে গোপীবল্লভপুরের বিভিন্ন জায়গা ও ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। প্রশাসনিক মহলের মতে, সোমবারের অভিযান সেই ধারাবাহিক তদন্তেরই পরবর্তী ধাপ। এখন নজর,উদ্ধার হওয়া নথি থেকে কী নতুন তথ্য বেরোয়, তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এবং আরও কার কার নাম যুক্ত হয় সন্দেহের তালিকায় তা নিয়েই জেলাজুড়ে জল্পনা তুঙ্গে।

এসআইআরের কাজের সময় মহিলা বিএলও গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এসআইআর আবহে আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি একজন মহিলা বিএলও। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়ায়।

জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বিএলও সুতপা চক্রবর্তী ব্যানার্জি উত্তরপাড়া পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিএলওর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার বুথ নম্বর ২০৯ আরও জানা গিয়েছে, অত্যধিক কাজের চাপে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করছিলেন কিন্তু এত চাপ তিনি নিতে পারছিলেন না বলে জানা গিয়েছে। তার অংশে ৭০০র বেশি কিছু ভোটার ছিল, তিনি প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ করে ফেলেছিলেন গত কয়েকদিন ধরে তিনি বাড়িতে বলেছিলেন তাঁর শরীর খুব অসুস্থ তিনি আর পারছেন না হঠাৎই রবিবার সকালে বাড়িতে কাজ করার সময় মানে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর ছোট ছেলে ঘটনাটি দেখে চেঁচামেচি শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে তাকে লোকাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপর সেখান থেকে অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে কলকাতার হাসপাতলে স্থানান্তরিত করা হয় বলে জানিয়েছেন তার স্বামী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌতমবাবুর অভিযোগ নির্বাচন কমিশন অমানসিক চাপ দিচ্ছে এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তার স্ত্রী বলছিলেন এত চাপ সে নিতে পারছি না কয়েক দিন ধরে তার শরীর খুব অসুস্থ হচ্ছিল তিনি এসডিও অফিসে জানিয়েছিলেন সেকথা তিনি আরও বললেন রবিবার সকালে তার স্ত্রী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে দাঁতমুখ খিঁচুনি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান তার ছোট ছেলে দৌড়ে আসেন তারপর হাসপাতালে এত চাপ সে নিতে পারেনি নির্বাচন কমিশনের এটা বন্ধ করা উচিত অমানুষিক চাপ দেওয়া। তাঁদের বাড়ি উত্তরপাড়ার মন্দিরঘাট এলাকায় তিনি একটি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তার পরিবর্তে সরকারি বিএলও দিয়েছে ওই এলাকায়।

এই প্রসঙ্গে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমিত চক্রবর্তী জানালেন, 'সুতপা চক্রবর্তী ব্যানার্জি এই ওয়ার্ডে ২০৯ নম্বর বুথে কাজ করছিলেন নির্বাচন কমিশনের অত্যাধিক চাপ তিনি নিতে পারেননি তিনি জানিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তাকে ছাড় দেয়নি নির্বাচন কমিশন। ফলে হল এই ঘটনা। দিকে দিকে এই ঘটনা ঘটছে শুধু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এই অবস্থা। আমরা খবর পাচ্ছি অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে বিএলওরা তবু চাপ দিয়েই যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন এর জন্য দায়ী থাকবে নির্বাচন কমিশন। জানা গেল ওই মহিলা বিএলও আইসিইউতে আছেন।'

অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা পরীক্ষার্থীকে পুরুষ লেখায় পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় বসা হল না রিচার

বনস্পতি দে

হুগলি: পরীক্ষায় বসতে না-পেরে হতাশ তিনি। তিনি মহিলা। কিন্তু অ্যাডমিট কার্ডে হয়ে গেলেন পুরুষ। তাই, ঢুকতে দেওয়া হল না পরীক্ষাকেন্দ্রে। ফলে রাজ্য পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষায় বসা হল না নৈহাটির রিচা কুমারী ঝার। তাঁর দাবি, অ্যাডমিট কার্ডে ভুল দেখার পর সংশোধনের জন্য মেইল পাঠিয়েছিলেন। তাতে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।

রবিবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা ছিল। হুগলির কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে মোট ৩৫২ জনের সিট পড়েছিল। সেখানেই পরীক্ষা দিতে আসেন নৈহাটির হাজিনগরের বাসিন্দা রিচা কুমারী ঝাঁ। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করার সময় অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করেন সেন্টারের দায়িত্বে থাকা পরীক্ষকরা। দেখা যায়, অ্যাডমিট কার্ডে জেন্ডারে মহিলার জায়গায় লেখা রয়েছে পুরুষ। একজন মহিলার অ্যাডমিট কার্ডে পুরুষ লেখা থাকার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি যুবতীকে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না পেরে হতাশ রিচা। তিনি বলেন, অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পরই এই ভুল নজরে পড়ে তাঁর। এরপরই তিনি মেল করেছিলেন সংশ্লিষ্ট জায়গায়। তবে সেই মেইলের কোনও উত্তর পাননি। তাঁর দাবি, ফর্মপূরণের সময় তিনি জেন্ডারে ফিমেল-ই লিখেছিলেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না-পেরে বেশ কিছু সময় বসে থাকেন রিচা। বলেন, চাকরির পরীক্ষার সুযোগ কম। যে পরীক্ষাকেন্দ্রে সিট পড়েছিল, সেখানে সবাই পুরুষ পরীক্ষার্থী। আমাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হল না।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'সকাল থেকেই আমরা পরীক্ষাকেন্দ্রে রয়েছি। যারা পুলিশে নিয়োগের পরীক্ষা দিতে এসেছে, তাদের সহযোগিতা করার জন্য। এর মধ্যেই আমরা দেখি একটি মেয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছে। তার অ্যাডমিট কার্ডে জেন্ডারর জায়গায় মেল লেখা আছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষা দিতে এসেছিল মেয়েটি। যে কোনও কারণেই হোক একটা ভুলের জন্য সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। আলাদা পরীক্ষা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। পরীক্ষার যে উত্তরপত্র সেটা তো পরে দেওয়া হবে। তখন সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়া যেত। কিন্তু মেয়েটা পরীক্ষাই দিতে পারল না।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে একত্রিশতম সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: দু'বছর অপেক্ষার অবসান। উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম সমাবর্তন উৎসব। এপিজে আবদুল কালাম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ড. সিভি আনন্দ বোস। উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্যপাল বলেন, দ্রুত বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তরুণ প্রজন্মের দায়িত্বও বহুগুণ বেড়েছে। তাঁর কথায়, শিক্ষিত তরুণই সমাজ গঠনের চালিকাশক্তি। শুধুমাত্র সম্পদ বা ক্ষমতার বিচারে নয়, মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও বাংলার অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ই ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মূল শক্তি বলে মত তাঁর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের উপাচার্য অধ্যাপক ভি রামগোপাল রাও। তরুণদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ;তনেতৃত্ব কেবল নিজের উন্নতির জন্য নয়, সমাজ ও আশপাশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাই প্রকৃত নেতৃত্ব।দদীক্ষান্ত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল জানান, ভবিষ্যতে সমাবর্তন উৎসব প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর আয়োজনের ভাবনা রয়েছে। এতে দেশ-বিদেশে কর্মরত প্রাক্তন ও সদ্য উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আরও সুসংগঠিত হবে বলে আশাবাদী তিনি।

উপাচার্যের কথায়, রাজ্যের সেরা তো বটেই, দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে জায়গা করে দিতেই আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা।দদুই বছরের বিরতির পর এবারের সমাবর্তন ঘিরে ছাত্রছাত্রী, গবেষক থেকে অ্যালুমনি, সবার মধ্যেই চোখে পড়ে প্রবল উত্তেজনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ড. বিমলেন্দু বিশ্বাস জানান, এ বছর মোট ৬৯,৯৯২ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ডিগ্রি পেয়েছেন। পাশাপাশি ৩০৬ জন গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১০১ জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন পদক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক দেবাংশু রায়, বিভিন্ন অনুষদের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক নিলাশিস নন্দী, অধ্যাপক অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক উদয়ভানু ভট্টাচার্য-সহ বহু বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক। সমাবর্তনের জাঁকজমক, তরুণদের মুখে সাফল্যের উজ্জ্বল হাসি এবং শিক্ষাঙ্গনে নতুন সম্ভাবনার বার্তা।

ভোটারকে চিহ্নিত করতে না-পেরে জনস্বার্থে নোটিস বিএলওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির চাঁপদানি বিধানসভা এলাকার ঘটনা। খুঁজেই পেলেন না ভোটার। সেই কারণে নোটিস টাঙিয়ে দিলেন বিএলও । জানা গিয়েছে, এই ১১১ নম্বর বুথে ২৫ জন, আর ১১২ নম্বর বুথে ৩০ জন ভোটারকে চিহ্নিত করতে পারেননি বিএলও। সেই কারণে, জনস্বার্থে নোটিস সাঁটিয়ে দিলেন তিনি। এর পাশাপাশি, বৈদ্যবাটি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের দু'টি বুথে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে গিয়ে বেশ কিছু ভোটারকে খুঁজেই পেলেন না বিএলওরা। তিনবার ওই এলাকায় গিয়েও তাদের না-পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় নোটিস টাঙিয়ে দেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও ভোটারকে খুঁজে না পেলে সেই এলাকায় পাবলিক নোটিস সাঁটিয়ে দেওয়ার কথা বিএলওদের। সেই মত কাজ করেছেন তাঁরা। ওই বুথের বিএলও দের সঙ্গে থাকা বিএলএরাও খুঁজে বের করতে পারেননি ভোটারদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের মত, যদি সঠিক ভোটার হন তা হলে এলাকায় থাকবেন। নয়তো তাঁর পরিবার আত্মীয় স্বজনরা থাকার কথা। এক্ষেত্রে কাউকে পাওয়া যায়নি। তবে এই নোটিস টাঙানো বিএলওরা কিছু বলতে চাননি ক্যামেরার সামনে।

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'লিস্ট বিএলও মাস্টারমশাই টাঙিয়ে দিয়েছেন। উনি চেষ্টা করেছেন খুঁজে বের করার। কিন্তু খোঁজ মেলেনি। আমি এলাকাবাসী হিসাবে বলব, একদম শুদ্ধ ভোটার তালিকা বের করতে হবে। এটাই কমিশনের কাছে দাবি। ভুতুড়ে ভোটারদের অবিলম্বে বাদ দেওয়া হোক।'

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো বের করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ট্যাবলোটি জেলাজুড়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে। এইচআইভি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবে বলেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বালাসুব্রামনিয়ান টি, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এ বিষয়ে জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি জানান, বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে জেলাজুড়ে সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে উদ্বোধন করা হল একটি ট্যাবলো। জেলাজুড়ে বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকা এবং বর্তমানে চলা ক্রেতা সুরক্ষা মেলাতেও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে এই ট্যাবলোটির মাধ্যমে। এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস জানান, 'এইডস সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা করবার জন্য আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সারা বছর ধরেই চলে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এই ট্যাবলোটির মাধ্যমে জেলাজুড়ে আমাদের বিশেষ সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চলবে।' প্রসঙ্গত, এইডস দিবস পালন করার উদ্দেশ্য রোগটি নিয়ে সচেতনতা প্রচার করা। রোগটির মোকাবিলায় এবিষয়ে মানুষকে বেশি করে সচেতন করা।

পাকা ঘাট নির্মাণের দাবিতে কুমুড়সা পঞ্চায়েতে তালা, বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে' গ্রামবাসীদের দাবিমতো কাজ না-হওয়ায় এবার মহিলারা এক জোট হয়ে পঞ্চায়েতের মূল ফটকে তালাচাবি দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। অবস্থান বিক্ষোভে তাদের দাবি যতক্ষণ না-পর্যন্ত তাদের দাবি মান্যতা পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই বিক্ষোভ দেখাবেন। এতে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনা গোঘাটের কুমুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলেপুর গ্রামের।গ্রামের মহিলারা সেই ধুলেপুর থেকে এসে পঞ্চায়েতে অবস্থান বিক্ষোভ চালান। যদিও পঞ্চায়েতের প্রধান বলেছেন,এই বছরে করা যায়নি। তাই আগামী বছরে অবশ্যই এটা হয়ে যাবে। কারণ একসঙ্গে অনেক প্রকল্প জমা পড়ে যায়। কিন্তু অত অর্থ নেই। তাই এদেরটা পরে হবে।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে' গ্রামের একটি বড় পুকুরের ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও অজানা কারণে সেই ঘাট বাঁধার কাজ বন্ধ হয়ে অন্য কাজ করানো হল। কার অঙ্গুলিহেলনে। এমনই অভিযোগ তুলে গ্রামের একাধিক মহিলা পঞ্চায়েতের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, 'আমাদের পাড়া কর্মসূচিতে এই ধুলেপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ায় যে ঘাট আছে তা পাকার করে বাঁধিয়ে দেওয়ার অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু কোন রহস্যে এই কাজ বন্ধ করে ওই একই টাকায় অন্যত্রে কাজ হয়ে গেল। এতেই প্রধানের দুর্নীতি আছে। কাটমানি খেয়ে এসব করেছেন। আমরা এসব মানি না। আমাদের কাজ করে দিতে হবে এই আর্থিক বছরেই। তা না-হলে আরও বড়সড় আন্দোলনে বসব গ্রামের মহিলারা।'

গ্রামের বাসিন্দা তথা বিক্ষোভে সামিল হওয়া গ্রামবাসী শুভদীপ মল্লিক, রিনা পাত্র, জয়ন্তি মল্লিকরা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন, চলতি আর্থিক বছরেই এই কাজ করে দিতে হবে। তা নাহলে তারা আন্দোলন থামাবেন না। রীনা দেবী বলেন, 'কেন গেল এই কাজ অন্য জায়গায়। আমাদের কাজ তো লিস্টে ছিল। সেই লিস্ট কে কাটল। কাটমানি খেয়ে কেন এরকম অন্যায় করা হল এখানকার বাসিন্দাদের ওপর। মেনে নেওয়া হবে না।' যদিও কুমুরসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে বলেন, ওদের কাজ অবশ্যই হবে। এবারে হয়নি। কারণ একসঙ্গে প্রচুর কাজ পড়েছে। কিন্তু অত অর্থের অনুমোদন নেই। তাই সামনের আর্থিক বছরেই করে দেওয়া হবে।

২৫ মাস বয়সেই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম আমনের

সুমন তালুকদার

বাদুড়িয়া: মাত্র ২৫ মাস বয়সে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে চমক দিল আমন মণ্ডল। সীমান্তের গ্রামে বাংলার দু'বছরে শিশুর এই বিরল প্রতিভায় বিস্মিত গ্রামবাসী। আমন অনায়াসেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম সহ ভারতীয় সমস্ত রাজ্যের রাজধানী, পশুপাখি, শাকসবজি, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর নাম বলে দিতে পারে আধোআধো স্বরে। অনেকেই বলছেন বাংলার বিস্ময় শিশু। যখন শিশুরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে, সেখানে মোবাইলের বদলে বই কে প্রাধান্য দিয়ে এমন সাফল্য নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। আর তাতেই মিলেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সম্মান। আগামীর লক্ষ্য এশিয়া বুক অফ রেকর্ডের।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঈশ্বরী গাছাগ্রামের বাসিন্দা ছোট্ট আমনের। বাবা মান্নান মণ্ডল, ব্যবসায়ী। মা মনিরা পারভিন বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। বরাবরই শিক্ষার মধ্য দিয়েই পরিবারটি এগিয়েছে। দাদু ইমরান আলি সরদার প্রাক্তন সেনাকর্মী, দিদা ফতেমা বিবি বরাবরি শিশুকে সাহায্য করে এসেছেন। মাত্র দু'মাস বয়স থেকে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যেত পরিবারের মা-বাবা থেকে অন্যান্য সদস্যরা। তাই সেখান থেকে শুরু আমনের প্রতিভার বিকাশ। মোবাইলের পাশে বই রাখলে বইকে পছন্দ করত। ১৩ মাস বয়সে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়, মাথায় শরীরে একাধিক আঘাত নিয়ে হাসপাতাল থেকে পুনর্জীবন পায়ে আমন। তারপর মা-বাবার অক্লান্ত চেষ্টা, বই এর মধ্য দিয়ে তার মনের বিকাশ ঘটে। স্মৃতি শক্তি প্রবল থাকায় যে কোন কিছু মনে রাখতে পারদর্শী হয়ে ওঠে। ১৮ মাস বয়সে তার প্রতিভা ভিডিওগ্রাফি করে প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। সেখানে ইন্ডিয়ায় বুক অফ রেকর্ডসে পুরস্কৃত হয় আমন। চলতি বছরের ৭ নভেম্বর সংস্থার পক্ষথেকে মেডেল ও সার্টিফিকেট দিয়ে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আমনের মা মনিরা খাতুন বলেন, ছোটবেলা থেকে প্রতিটা লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রা শুরু হয়েছে ও বরাবরই মোবাইল দিলে সেটাকে সরিয়ে রেখে বই নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করত। এটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তাই তাকে সব রকম সাহায্য করেছি আমার বাবা-মা সবাই তাকে সব রকম ভাবে পাশে বসিয়ে আগামী দিনে যাতে বড় হতে পারে তার সব রকম চেষ্টা করেছে আমরা গর্বিত এইরকম একটা সন্তানকে পেয়ে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯০৫১১০৮৭৪৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২০.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি রুক্কিয়া খাতুন** স্বামী মহ ইরসাদ আয়ুব, **ঠিকানা :** ৪বি, তপশিয়া রোড, তিলজলা, কলকাতা : ৭০০০৩৯, **এবং** বানতলা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ২০৫, দোতলা, ব্লক বি, পোদরা, থানা : সাঁকরাইল, হাওড়া : ৭১১১০৯। **শ্রী মুস্তাক আহমেদ (জামিনদাতা) ঠিকানা :** ৮এ, কুষ্টিয়া রোড, রেডিয়েন্ট, স্কুল কমপ্লেক্স, তিলজলা, কলকাতা-৭০০০৩৯ **এবং** ৮ই, তপশিয়া রেডা, কলকাতা -৭০০০৩৯।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট রুম/ইউনিট নং ২০৫, তিনতলায়, ব্লক -বি, এক সহ চার (জি-৪) তলা ভবনে নাম পরিচিত "**বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট**", এরিয়া ১০০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট সহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিন তলায়, তিন বেডরুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি ইত্যাদি অবস্থিত মৌজা : পোদরা, আরএস দাগ নং ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১২,এলআর দাগ নং ৬০৮,এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪৪, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯ জেলা : রেজিস্ট্রি অফিস : হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ২০৪। পূর্বে : খোলা জায়গা। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পশ্চিমে : প্রবেশপথ, লিফট, সিঁড়ি এবং সকলের ব্যবহারের স্থান। **সম্পত্তি রুকিয়া খাতুন এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৩১২১-২০১৭ সালের, ভল্যুম নং ০৫০১-২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএস আর হাওড়া।** সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত	২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা) ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৩.০৭.২০২৪ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	ক) ২৫,১৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫১,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১৫২০

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০৮.১২.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০২.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
মোবাইল নং : ৯১-৯৮০১৭১৫৬৫০/৯১-৭৯০৩০৮৩৩৩৫
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	মেসার্স অশোক কুমার চন্দ্র। জামিনদাতাগণ : ১. অসিত কুমার চন্দ্র ২. শ্রীমতি ছায়া চন্দ্র ৩. শ্রী অরিন্দম চন্দ্র ৪. অনিরুদ্ধ চন্দ্র ৫. অনিমা চন্দ্র শাখা : পুরুলিয়া	বাণিজ্যিক দোকান জি-২ তল অবস্থিত এন সি দাসগুপ্ত রোড, মৌজা : পুরুলিয়া, আরএস প্লট নং ১০৭৮৯, আরএস খতিয়ান নং ১৯৫১, জেএল নং ০২, হোল্ডিং নং ৫৫৫, ওয়ার্ড নং ০৩, পো : পুরুলিয়া, থানা পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া পুরসভা অধীন, পিন ৭২৩১০১। সম্পত্তির আইডি : CBINBANK0116CHANDRA	ক) ২৪.১১.২০২২ খ) ৯৮.৪৬ লাখ টাকা গ) ১৭.০৩.২০২৩ (স্বত্ব দখলীকৃত)	আরপি : ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৫,৫০,০০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	ইএমডি শুরুর তারিখ এবং সময় নিলাম পরিমাণ জমার জন্য	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১০ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টা	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫, বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : **https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কনেট, হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com**
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : **support.baanknet@psballiance.com**। অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (>=ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল :
আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন।
কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ০১.১২.২০২৫
স্থান : বাঁকুড়া
অনুমোদিত অফিসার , সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ইমেল আইডি : recvbankro@centralbank.co.in

শস্যের গোড়া পোড়ানো নিয়ে রাজনীতি চায় না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়ে রাজনীতির করা উচিত নয়। দিল্লিতে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত মামলায় এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, শস্যের গোড়া পোড়ানো কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। কৃষকদের দোষারোপ পরিবর্তে এই বিষয়ে আরও 'সংবেদনশীল' হওয়ার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

সোমবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি দিল্লির কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে বলেন, ''আমাদের কেউই এ ব্যাপারে চুপ থাকতে পারি না। এই সমস্যার কোনও সমাধান নেই, তা হতে পারে না।'' আদালত মনে করে, দিল্লির দূষণ নিয়ে সিএকিউএম-এর উচিত তাদের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা জানানো। শুধু তা-ই নয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে বা কাজের মূল্যায়নেরও প্রয়োজন।

দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। রাজধানীর রাস্তায় এ নিয়ে প্রতিবাদ বা বিক্ষোভও চলছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, কী ভাবে সরকার এই দূষণ রোধ করবে, তা নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হোক। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলাও চলছে। সোমবারের শুনানিতে এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'দিল্লির দূষণের বিষয়টি নিয়ে প্রতি বছর অক্টোবরে শুনানি করা যায় না। আমরা এটা নিয়মিত শুনব।'

সিএকিউএম এবং কেন্দ্রের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনারা নিজেদের একটা প্রশ্ন করুন। জানতে চান, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর পরিস্থিতির কি উন্নতি হয়েছে?' প্রধান বিচারপতির কথায়, ' পরিকল্পনা যদি কার্যকারী না-হয়, তবে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে।' অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতে জানান, সিএকিউএম এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। শস্যের গোড়া পোড়ানো, গাড়ির ধোঁয়া নির্গমন, ধুলো ইত্যাদি বিষয় কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনাও করে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না। দোষ চাপানো খুবই সহজ। কিন্তু প্রতিকার খোঁজা কঠিন। আমরা সব সময়ই সহজ পথই নিই।' করোনার সময়কালের কথা উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''সই সময়ই শস্যের গোড়া পোড়ানোর ঘটনা ঘটেছে। তবে তখন দূষণ কম ছিল। কেন? তাঁর উত্তর খুজতে হবে।'' শস্যের গোড়া পোড়ানোর বিষয়ে কৃষকদেরও 'সংবেদনশীল' হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে আদালত।

দিতওয়ার দাপটে শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার

কলম্বো, ১ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে শ্রীলঙ্কায় মৃত্যুমিছিল জারি। উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনাও। সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা থেকে ৩০০-র বেশি ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করেছে বায়ুসেনা। কলম্বো থেকে তাঁদের আকাশপথে নিয়ে আসা হয়েছে তিরুঅনন্তপুরমে। এ ছাড়া, উদ্ধারকাজে শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীকেও সাহায্য করছে ভারত। সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া কিছুটা শক্তি হারিয়েছে। তবে তার প্রভাবে বৃষ্টি চলছে তামিলনাড়ু, পুদুচেরীর উপকূলে।

দিতওয়ার প্রভাবে শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা ৩০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংবাদসংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ৩৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে শুধু শ্রীলঙ্কায়। তামিলনাড়ুতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এখনও পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন দেওয়াল চাপা পড়ে এবং এক জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন।

ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মুখপাত্র জানিয়েছেন, বায়ুসেনার আইএল-৭৬ এবং সি-১৩০জে মালবাহক বিমান শ্রীলঙ্কায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই বিমান সাধারণত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে দিতেও এগুলি কাজে লেগেছে। এই বিমানে করেই শ্রীলঙ্কায় আটকে পড়া ভারতীয়দের তিরুঅনন্তপুরমে তুলে আনা হয়েছে।

রাতেই ঘূর্ণিঝড় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছিল। সোমবার সকালে মৌসম ভবন জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার অবশিষ্টাংশ গভীর নিম্নচাপ আকারে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ধরে এবং ক্রমে উত্তর দিকে এগোচ্ছে। গত ছ'ঘণ্টায় তার গতি ছিল ১০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। এই মুহূর্তে গভীর নিম্নচাপটি রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে, চেন্নাই থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব, পুদুচেরী থেকে ১৩০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব এবং নেলোর থেকে ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে। গভীর নিম্নচাপের কেন্দ্র থেকে তামিলনাড়ু-পুদুচেরী উপকূলের দূরত্ব সবচেয়ে কম ৪০ কিলোমিটার। আগামী ১২ ঘণ্টায় এই গভীর নিম্নচাপ উপকূলের সমান্তরালে উত্তর দিকে এগোবে এবং শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হবে।

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ায় শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বায়ুসেনা। শুরু হয়েছে 'অপারেশন সাগরবন্ধু'। অনেক ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী কোটমালে এলাকার সঙ্গে বিপর্যয়ের কারণে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেখানে শ্রীলঙ্কান জওয়ানদের পৌঁছে দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার। এত দিন ওই অংশের আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল। তাই উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় এখন ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে বায়ুসেনা।

ময়দান

'যতক্ষণ মানসিক তীক্ষ্ণতা রয়েছে, ততক্ষণ আমি জানি যে ঠিক আছি!' অকপট বিরাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২৭, ৮০৮ রান ও ৮৩টি শতরানের মালিক বিরাট কোহলি। তবু তাঁর রানের ক্ষুধা একবিন্দুও কমেনি। বয়স ৩৭ হলেও মাঠে নেমে জিততে সাহায্য করার ইচ্ছা, আগ্রাসন ও আবেগ একই রকম তীক্ষ্ণ। রাঁচীতে ম্যাচ জেতানো দুর্দান্ত শতরানের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড প্রকাশিত ভিডিয়োতে নিজের প্রস্তুতি, মনোসংযোগ ও সাফল্যের রহস্য নিয়ে মুখ খুলেছেন কোহলি। সেই ভিডিয়োতে তাঁর ইনিংসের অসংখ্য ঝলক ধরা পড়েছে, আর কথায় উঠে এসেছে তাঁর অনন্য মানসিকতার ছবি। কোহলির মতে, ক্রিকেট জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তি সচেতনতা।

তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে আসল বিষয় হল সচেতনতা। আপনি পরিস্থিতি অনুযায়ী কতটা সচেতন, সাফল্য আর ব্যর্থতার সময় কতটা সচেতন, সেটাই বলে দেয় আপনি মানসিক ভাবে খেলায় কতটা আছেন।' মাঠে নামার পর থেকে খেলাই তাঁর কাছে সব। বাইরের কিছুই কানে আসে না। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি খেলাটার মধ্যে থেকে অনুভব করেন, প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। অবিশ্বাস্য সাফল্যের মালিক হয়েও তিনি থেমে যাননি। এখনও প্রতিদিন উন্নতির খোঁজ করেন। কোহলি আরও বলেছেন, 'মনের মধ্যে কী চলছে তা নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। তার জন্য পরিশ্রম জরুরি। এক দিনে এটা হবে না। আমি এত বছর ধরে পরিশ্রম করেছি, আজও করি। প্রতিদিন আরও ভালো ব্যাট করার চেষ্টা করি। আমি এ রকমই।'

রাঁচিতে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নেওয়ার সময়ও একই কথা শোনানো যায় তাঁকে। সেখানেও তিনি মানসিক প্রস্তুতির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, মাঠে বেশি সময় কাটানো নয়, মূল প্রস্তুতি আসে মন থেকে। 'আমি মাঠের প্রস্তুতিতে বিশ্বাস করি না। মানসিক প্রস্তুতিটাই আসল। যত ক্ষণ শরীর ঠিক আছে এবং মানসিক তীক্ষ্ণতা রয়েছে, ততক্ষণ আমি জানি যে ঠিক আছি।'

৩৭ বছর বয়সে এসে রিকভারির জন্য অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, সেটাও অকপটে স্বীকার করেন তিনি। হঠাৎ করে ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেও এত সহজে মানিয়ে নেওয়া তাঁর জন্য কেন কঠিন হয়নি, তাও ব্যাখ্যা করেছেন কোহলি। ৩০০টি ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাঁর ভাষায়, অনুশীলনে ভালো শট মারতে পারলে, এক-দু'ঘণ্টা ব্যাট করলে এবং খেলাটার সঙ্গে যুক্ত থাকলে জানবেন যে আপনি সঠিক জায়গায় আছেন। খারাপ ফর্মে থাকলে আরও বেশি নেট অনুশীলন করতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মানসিক প্রস্তুতি ও খেলাকে উপভোগ করা। রাঁচির ইনিংসের মতোই কোহলির এই বক্তব্যও প্রমাণ করে, সাফল্য তাঁকে আত্মতুষ্ট করেনি। সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম ও জিততে মরিয়া মানসিকতা, এ সবই আজও আগের মতো উজ্জ্বল। বয়স বাড়লেও থামেনি তাঁর লড়াই, থামেনি ক্রিকেটপ্রেম। বরং সময়ের সঙ্গে আরও নিখুঁত ও পরিণত হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট বিশ্বের কাছে কোহলি তাই শুধু রানমেশিন নন, মানসিক দৃঢ়তারও বিস্ময়কর প্রতীক।

'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: দেশজুড়ে 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'র নামে সাইবার প্রতারণা বাড়ছে। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট। চক্রান্ত রুখতে এবার মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছে। তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি' সম্পর্কিত সমস্ত মামলা তদন্তে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে সম্মতি দিতে হবে। পাশাপাশি, তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইকে পূর্ণ স্বাধীনতাও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশ, ডিজিটাল গ্রেপ্তারির মামলায় দেশের শীর্ষ তদন্তকারী সংস্থার তাৎক্ষণিক নজর প্রয়োজন। তাই এই সম্পর্কিত সমস্ত মামলা আমরা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিচ্ছি। পরবর্তী ক্ষেত্রে অন্যান্য ধরণের প্রতারণার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ডিজিটাল গ্রেপ্তারির তদন্তে সহায়তার জন্য টেলিকম সংস্থাগুলিকেও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সাম্প্রতিক অতীতে একই নামে একাধিক সিম কার্ড বিতরণের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে, যা নিয়ে উদ্বিগ্ন সুপ্রিম কোর্ট।

সংসদে পোষ্যকে এনে বিতর্কে কংগ্রেস সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর: 'যারা কামড়ায়, তারা সংসদের ভিতরেই আছে।' সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিতর্কে কংগ্রেস। প্রথম দিনেই নিজের পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে লোকসভায় এলেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। শুধু তাই নয়, নিজের বক্তব্যে বাড়িয়ে দিলেন বিতর্কও।

জানা গিয়েছে, সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিনে নিজের পোষ্য কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে সংসদে আসেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। তিনি বলেন, তাঁর পোষ্য অত্যন্ত ছোট এবং শান্ত। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'সরকার হয়তো সংসদের ভিতরে অন্য প্রাণীদের পছন্দ করে না, কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? এটা এত ছোট প্রাণী, এ কাউকে কামড়াবে না। সংসদের ভিতরে কেন এতে সমস্যা হবে? যারা কামড়ায়, তারা সংসদের ভেতরেই আছে।'

বিজেপি এই ঘটনার নিন্দা করেছে। সাংসদ জগদম্বিকা পাল চৌধুরী এই ঘটনাকে সাংসদদের পাওয়া সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার বলেছেন।

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
BANNYESWAR.P.O- D.SABITRI
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT NO:- 08/BANNYESWAR GP/15th CFC/2025-26, DATE:-24.11..2025. The last date for online submission of all tender is 08.12.2025 up to 14:00 hours
For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 122, 123, 124, 125 & 126/PW/Eng/APAS/25 Dt. 28-11-25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-25/EN/SB/2025-2026, (SGTPP-2025-26) (SI No 01 to 20) Dated:-28/11/2025. The last date of online submission of tender is 27/12/2025 upto 14:00 hours.For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-
Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (APAS) E-Tender. 1) E-NIT-17/Kumra/2025-26,
2) E-NIT-18/Kumra/2025-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি-এমসিসি-আর১-তাং ২৪.১১.২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র সিডিও, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী www.ireps.gov.in-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি পড়ুন। কাজের নাম ঃ ০৩ বছরের জন্য ''সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোতে নতুন কম্পোজিট গ্রিডের কোচে যান্ত্রিক সাফাইকরণ।''। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩২,৮৯,২২,৯৩৯.৬৯ টাকা। ইএমডি ঃ ১৭,৯৪,৬০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ২৬.১২.২০২৫-এ দুপুর ১২টা। (PR-899)

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিইএন/I/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের জন্য) নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; আনুমানিক ব্যয়; বায়না মূল্য ঃ (১) ১৬৫_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫; হাওড়া ডিভিশনে (এলএইচএস, ব্রীজ, বিল্ডিং, ফুটওভার ব্রীজ ইত্যাদি কাজের) বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য জিওটেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন কাজের রিপোর্ট তৈরী ও জমা; ৫১,০০,০০০.০০ টাকা; ১,০২,০০০ টাকা। (২) ১৭৪_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫; সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া-এর অধীনে হাওড়া ডিভিশনে (জলের কল, প্রস্রাবখানা, পায়খানা, প্ল্যাট ফর্ম শেড ও ওয়েটিং হল) এমইএ ঘাটতি দূরীকরণের প্রস্তাব; ৫৯,০০,১৫৪.৫৮ টাকা; ১,১৮,০০০ টাকা। (২) ১৭৮_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫; হাওড়া ডিভিশনের অধীনে ওয়েল্ডিং পোর্শনের সরবরাহ;৩,৫১,৭৭,১৭৫.০০ টাকা; ৩,২৫,৯০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ শূন্য(প্রতিটির জন্য)। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ছয় (০৬) মাস (ক্রঃ নং ১ এর জন্য), চার (০৪) মাস (ক্রঃ নং ২ এর জন্য) এবং নয় (০৯) মাস (ক্রঃ নং ৩ এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৫.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট — ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-425/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সপ্তম বিশ্বকাপ ক্যারাম প্রতিযোগিতায় আম্পায়ার বাংলার অসীমকুমার রায়

বনস্পতি দে ■ হুগলি

মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সপ্তম বিশ্বকাপ ক্যারাম প্রতিযোগিতা। এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের আম্পায়ার হিসেবে যাচ্ছেন বাংলার অসীম কুমার রায়। আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মালদ্বীপে বিশ্বকাপ ক্যারাম প্রতিযোগিতা ভারত থেকে ১৯ জনের প্রতিনিধির দলের মধ্যে আছে খেলোয়াড়েরা কর্মকর্তারা ও আম্পায়াররা। রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মী বাংলার অসীম রায় মালদ্বীপ যাচ্ছেন বিশ্বকাপ ক্যারামে আম্পায়ার হয়ে খেলাতে তিনি ভারতের হয়ে প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে সাফল্যের সঙ্গে খেলিয়েছেন এছাড়া তিনি সার্ক গেমস ও এশিয়া কাপে খেলিয়েছেন। তিনি এক সময় হুগলি জেলার ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ছিলেন সারা বাংলার মানুষ তার সাফল্য কামনা করেন। এই সঙ্গে বিশ্বকাপে অসীমবাবুর সাফল্য কামনা করে ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল।

ভিলাইতে কোচবিহার ট্রফিতে একদিনে ১৫ উইকেট পতন

ভিলাই, ১ ডিসেম্বর: কোচবিহার ট্রফিতেই লড়াইয়ে রয়েছে বাংলা। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে খেলা সেক্টর ১০ বিএসপি স্টেডিয়ামে। সোমবার টসে জিতেই বাংলা দল ফিল্ডিং বেছে নেয়। প্রথম ইনিংসে বাংলার দুর্দান্ত বোলিং দাপটেই ৬৫.৪ ওভারে ১৭৫ রানে বিপক্ষের ইনিংস শেষ হয়েছে। এর মধ্যেই উল্লেখযোগ্য, ৬৫ বলে সর্বাধিক ৪৬ রান করেছে নিতান্ত সিং। বিরাট চৌহান এর বোলিং গড় একনজরে ১৩-৪-২৯-৪ এবং কুশল গুপ্ত ১৪.৪ ওভারে ৪ মেডেন সহ ২৪ রানে ৪ টি উইকেট তুলে নিয়েছে।

রোহিত কুমার দাস ও রোহিত একটি করে উইকেট নেয়। এর জবাবে বাংলার প্রথম দিনের খেলায় প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ ৫/৪৮ রান। আশুতোষ কুমার - ১৭ রান ও বিরাট - ১১ রানে ক্রিজে রয়েছে। ছত্তিশগড়ের তরফেও রুদ্র প্রতাপ দেরি - ৩টি উইকেট নিয়েছে। অন্যদিকে, উভয় দলের খেলায় দুই পর্ব মিলিয়ে ভিলাইতে এদিন মোট ১৫ উইকেট পড়েছে। দিনের শেষে ১২৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে বাংলা দল।

মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২৩, টি-২০ বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালে

নাগপুর, ১ ডিসেম্বর: মেয়েদের অনূর্ধ্ব - ২৩, টি টোয়েন্টি এলিটে সোমবার জম্মু-কাশ্মীরকে ৬৬ রানে হারিয়ে বাংলার জয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলা। এই জয়ের ফলে, ৫ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে (নেট রান রেট ২.৬৪৭) গ্রুপে ডি - এর শীর্ষে থেকেই নক - আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বাংলা। গ্রুপ পর্বে ৫টি খেলায় জিতেছে বাংলা। এদিন নাগপুরের ভি সি এ স্টেডিয়ামে উ খেলা হয়েছে। ১৮.৫ ওভারে বাংলা দলের সংগ্রহ ১৩৯ রান। ব্যাটিংয়ে প্রতিভা মান্ডি ৪২ বলে ৪৫ রান ও সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ১৬ বলে উ ২৫ রান করে।

লা লিগা পয়েন্ট হারাল শাবি আলোন্সোর দল রিয়াল মাদ্রিদ: প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে বিবর্ণ ফুটবল খেলে গোল খেল রিয়াল মাদ্রিদ। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়িয়ে গোল করে সমতায় ফিরলেও জয়ের পথে ফিরতে পারল না তারা। আবারও পয়েন্ট হারাল শাবি আলোন্সোর দল। জিরোনার মাঠে রবিবার রাতে লিগ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে জিরোনার বিরুদ্ধে। ওনাহি জিরোনাকে এগিয়ে দেওয়ার পর পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা টানেন কিলিয়ান এমবাপে।

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide Tender Reference No.: DB-I/e-Tender/2025-26/520 & Tender ID: 2025_ZPHD_952941_1, 2025_ZPHD_952941_2, Date : 17.11.2025. Bid Submission Start Date (Online) : 18.11.2025 at 06.55 PM. Bid Submission Closing Date (Online): 08.12.2025 up to 11.00 AM. Bid Opening Date (Technical): 17.12.2025 at 11.00 AM. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-260/NIT-30(SI No. 1-15)/2025-26, Dated-11.11.2025, Fund: APAS. Bid Submission Start Date: 12.11.2025 at 09.00 AM. Last Date of Bid Submission : 04.12.2025 up to 11.00 AM. Date of Opening : 06.12.2025 at 11.00 AM. Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION FOR BID SUBMISSION
The last date of submission of tenders has been extended by The General Manager, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows:
1. NIeT-358/25-26 Gr No-3,4,8,9,10,12,14,15,20,21,37, Tender Id: 2025_WBAIC_940284_3,4,8,9,10,12,14,15,20, 21,37 alongwith NIeT- 359/25-26 Gr- 2,3,4,5,6,8, 18,27, 33, 34,36 Tender ID: 2025_WBAIC_941762_2, 3,4,5,6, 8,18, 27,33, 34,36 and NIeT-360/25-26 Gr-8, Tender ID: 2025_ WBAIC_942277_8 for the District of Murshidabad, Uttar Dinajpur and Bankura has been extended for bid submission closing to 30-12-2025, 03-01-2026 upto 3.00 pm.
Date: 01.12.2025 Sd/- Genderal Manager

(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- Name of the Work: Connection work with big dia tube well to existing drinking water distribution line of 150mm dia D.I. pipeline at Hoi-Choi Park in ward No. 34 under Rajpur Sonarpur Municipality. NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/1987/25-26 Dated 01/12/2025. Estimated Amount : ₹ 2,74,929.00/-. Submission started date: 02.12.2025 at 17-30 hrs. Submission End date: 29.12.2025 at 17-30 hrs. Technical Bid opening date: 31.12.2025 at 17-30 hrs. For more details please visit website: http://wbtenders.gov.in.
SD/- Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ২০২৬ ● কাউন্টডাউন শুরু!

সঠিক রুটিনই হোক সেরা বন্ধু

অনিন্দ্য কিশোর

এ বছরের জন্য, হাতে আছে মাত্র ২৯টা দিন। তারপরই আগমন ঘটবে নতুন বছর; ২০২৬-এর। এই সময়ে, তোমাদের অনেকেরই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে বা চলছে। নতুন বছর পড়তে না পড়তেই, ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে পরীক্ষা।

২০২৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আর ঠিক যেন ঘরের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আর ঠিক তার পরেই, অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা উচ্চমাধ্যমিক। যা চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সময়টা পরীক্ষার্থীদের কাছে যেমন রোমাঞ্চের, তেমনই এক অজানা আশঙ্কারও। সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তোলার সময় এটাই। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বুক দুরুদুরু করাটা খুব স্বাভাবিক।

তবে মনে রাখতে হবে, এই সময়টা ভয় পাওয়ার নয়, বরং নিজেকে গোছানোর। সারা বছর কী পড়েছ, তার চেয়েও বড় কথা হল, এখন তুমি সেই পড়াটা কতটা সঠিক ভাবে রিভিশন দিচ্ছ। অনেকেই ভাবে, দিন-রাত এক করে পড়লেই ভাল রেজাল্ট হয়। কিন্তু বাস্তবটা একটু আলাদা। সাফল্যের জন্য চাই ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস আর শুধুমাত্র পড়াশোনার প্রতি ফোকাস। অপরিকল্পিত পরিশ্রমের চেয়ে, স্মার্ট-স্টাডি এখন অনেক বেশি জরুরি।

চ্যালেঞ্জ কোথায়?

এই শেষ মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায় 'মানসিক চাপ' বা এনজাইটি। সিলেবাস শেষ হবে তো? রিভিশন কি যথেষ্ট হয়েছে? পরীক্ষার হলে গিয়ে জানা উত্তর সব গুলিয়ে যাবে না তো? এই প্রশ্নগুলোই রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় আত্মীয়-স্বজন ও বাবা-মায়ের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ। পাশের বাড়ির বা ক্লাসের বন্ধুর সঙ্গে নিজের অহেতুক তুলনা, অনেক সময় আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। ফলে, জানা পড়াও ভুল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

এ ছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি তো আছেই। পড়ার টেবিলে বসলেই মনে হয়, স্মার্টফোনে আসা 'টুংটাং' নোটিফিকেশনগুলি একবার দেখে নিই। এই সামান্য অমনযোগই বড় বিপদ ডেকে আনে। রিলস বা চ্যাটিংয়ের নেশায় কখন যে মূল্যবান ঘণ্টাগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তা টেরও পাওয়া যায় না। অনেকের ক্ষেত্রে, আবার পরীক্ষার টেনশনে খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম ও রাত জাগার বদভ্যাস দেখা দেয়। এতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমে যায়। যা শেষমেশ শরীর খারাপের কারণ হতে পারে।

সাফল্যের রুটিন, সেরা ১০ টিপস

নিজেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করতে এবং পরীক্ষার খাতায় সেরাটা উজাড় করে দিতে, এই ১০টি নিয়ম বিস্তারিত ভাবে মেনে চলো। চমকে দেওয়ার মতন হতে পারে; তোমার রেজাল্ট!

১. 'গোল্ডেন আওয়ার' কাজে লাগাও

রাত জেগে পড়ার অভ্যাস অনেকের থাকে। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে আগে 'বায়োলজিক্যাল ক্লক' ঠিক রাখা জরুরি। চেষ্টা করো ভোর ৫টা বা ৬টায় উঠার। এই সময়ে চারপাশের পরিবেশ শান্ত এবং মস্তিষ্কের একাগ্রতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। তাই অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান বা ব্যাকরণের মতো, যে বিষয়গুলো বুঝতে একটু বেশি বুদ্ধির দরকার হয় বা কতগুলি কঠিন সূত্র মনে রাখতে হয়, সেগুলো এই সময়ে প্র্যাকটিস করো।

২. বিষয়ভিত্তিক স্ট্র্যাটেজি ও রুটিন

এখন আর এলোমেলো পড়ার সময় নেই। দিনের প্রতিটি ঘণ্টাকে ভাগ করে নাও। যে বিষয়গুলোতে তুমি একটু দুর্বল, সেগুলোকে দিনের শুরুতে রাখো, যখন এনার্জি বেশি থাকে। আর যে বিষয়গুলো তোমার কাছে সহজ, সেগুলো দিনের শেষে বা দুপুরের দিকে রাখো। কোনও একটি বিষয় নিয়ে সারাদিন বসে থাকবে না। বিষয় পরিবর্তন করে পড়লে একঘেয়েমি কাটে।

৩. পড়ার সঙ্গে লেখার অভ্যাস

বইয়ের পাতা উল্টে বা শুধুমাত্র চোখ বুলিয়ে গেলে, মনে হবে সব পারছ। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় লিখতে গিয়ে কলম আটকে যেতে পারে। তাই পড়ার পর, না দেখে লেখার অভ্যাস করো। এতে তোমার লেখার গতি বাড়বে, হাতের লেখা পরিষ্কার হবে এবং বানান ভুলের সম্ভাবনা কমবে। মনে রাখবে, জানা প্রশ্নের উত্তর সময়ের অভাবে ছেড়ে আসার মতো দুঃখ আর কিছুতে নেই।

৪. টেস্ট পেপার ও মক টেস্ট

বিগত বছরের প্রশ্নপত্র আর টেস্ট পেপার ধরে ঘড়ি দেখে বাড়িতেই পরীক্ষা দাও। নিজেকে ভাবো, তুমি পরীক্ষাকেন্দ্রেই আছ। তিন ঘণ্টার পরীক্ষা, বাড়িতে আড়াই ঘণ্টায় শেষ করার চেষ্টা করো। এতে পরীক্ষার হলের চাপ সামলানোর মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হবে এবং প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

৫. স্মার্ট রিভিশন টেকনিক

এখন আর পুরো বই রিডিং পড়ার সময় নেই। পড়ার সময় যে হাইলাইটার বা পেন্সিল দিয়ে দাগিয়েছিলে, বা নিজের তৈরি যে ছোট নোটস আছে, সেগুলোই বারবার দেখো। ফ্লো-চার্ট, ডায়াগ্রাম বা মাইন্ড ম্যাপ ব্যবহার করে, বড় উত্তরগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো। এতে অল্প সময়ে পুরো সিলেবাস ঝালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

৬. ডিজিটাল ডিটক্স বা স্ক্রিন থেকে বিরতি

পরীক্ষার ক'দিন ফোন, সোশ্যাল মিডিয়া বা ওয়েব-সিরিজ থেকে নিজেকে কঠোর ভাবে দূরে রাখো। পড়ার ফাঁকে ৫ মিনিটের জন্য ফোন হাতে নিলে, কখন যে এক ঘণ্টা কেটে যাবে, টেরও পাবে না। যে কোনও জরুরি প্রয়োজনে বা পড়াশোনার রেফারেন্সের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই, কেবল ইন্টারনেট ব্যবহার করো।

৭. পর্যাপ্ত ঘুম বা ব্রেন রিচার্জ

অনেকে ভাবে কম ঘুমিয়ে বেশি পড়লে লাভ হবে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। পড়া মনে রাখার জন্য, মস্তিষ্কের বিশ্রামের প্রয়োজন। দিনে অন্তত ৭ ঘণ্টা নিটোল ঘুম জরুরি। ঘুমের মধ্যেই আমাদের মস্তিষ্ক সারাদিনের পড়াগুলোকে স্মৃতিতে বা মেমোরিতে স্থায়ী ভাবে জমা করে। তাই রাতজাগা কমিয়ে, সঠিক সময়ে ঘুমোতে যাও।

৮. শরীর ও মনের যত্ন

শরীর সুস্থ না থাকলে পরীক্ষায় ভাল ফল করা অসম্ভব। বাইরের তেল-মশলাযুক্ত খাবার বা ফাস্ট ফুড এখন পুরোপুরি বর্জন করো। প্রচুর পরিমাণে জল, টাটকা ফল এবং বাড়ির তৈরি হালকা খাবার খাও। শরীর হাইড্রেটেড থাকলে, মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ে। তা ছাড়া, পেট ঠিক থাকলে মনও ফুরফুরে থাকে।

৯. ছোট ছোট বিরতি বা 'পাওয়ার ন্যাপ'

একটানা দীর্ঘক্ষণ পড়ার দরকার নেই। প্রতি ৫০-৬০ মিনিট পড়ার পর ১০ মিনিটের বিরতি নাও। এই সময়টা পড়ার টেবিল থেকে উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করো, গান শোনো বা চোখের বিশ্রাম নাও। এতে পড়ার প্রতি আগ্রহ বজায় থাকে এবং ক্লান্তি আসে না।

১০. ইতিবাচক মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস

সবচেয়ে জরুরি হল নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা। 'আমি পারব'; এই মন্ত্রটা জপ করো। যদি মনে হয় সিলেবাসের কিছু অংশ বাকি আছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সময় নষ্ট কোরো না। যতটুকু তৈরি করেছ, সেটুকুই সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর কথা ভাবো। নেতিবাচক চিন্তা বা টেনশনকে মনে ঢুকতে দিও না।

সাফল্য তোমার দরজায়

মনে রেখো, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক তোমার জীবনের এক-একটি মাইলফলক মাত্র। কিন্তু এটাই সব কিছু নয়। ফলাফলের চেয়েও বড় কথা হল তোমার চেষ্টা, শৃঙ্খলা ও সততা। হাতে যে কটা দিন সময় আছে, তাকে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাও। ভয়কে জয় করে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলো। পরিশ্রম কখনও বিফলে যায় না। ২০২৬-এর এই পরীক্ষায় তোমার কলম থেকেই বেরিয়ে আসুক তোমার শ্রেষ্ঠ পারফরম্যান্স। সাফল্য তোমার দরজায় কড়া নাড়বেই!

হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজের চতুর্থ 'স্কুল কার্নিভাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ (HETC) কর্তৃক আয়োজিত রাজ্য-স্তরের 'স্কুল কার্নিভাল'-এর চতুর্থ সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ১০০ টিরও বেশি স্কুল থেকে ৭৫০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী নিবন্ধন করলেন। কার্নিভালটি উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার।

এই মেগা ইভেন্টে মডেল প্রদর্শন, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ, ক্যারম এবং দাবা ম্যাচ, জেনারেটিভ এআই-ভিত্তিক ইভেন্ট, যোগ প্রতিযোগিতা, কম্পিউটার গেম, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম ছিল, যা অংশগ্রহণকারীদের ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং উৎসাহী মনোভাব প্রদর্শন করে। কলেজ মিলনায়তনে একটি জমকালো পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে কার্নিভালটি শেষ হয়, এর আগে HETC-এর শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিবেশিত একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সারা দিন ধরে, ক্যাম্পাসটি একটি উৎসবমুখর অঙ্গনে রূপান্তরিত হয়, যেখানে খাবারের স্টল, অ্যাক্টিভিটি বুথ, অংশগ্রহণকারী, অভিভাবক, স্বেচ্ছাসেবক এবং দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল, যা আনন্দ এবং উদযাপনের পরিবেশ তৈরি করে।

অভিভাবকের নজরদারি ও পড়ুয়াদের স্বপ্নপূরণ

ডাঃ শামসুল হক

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। জন্মের পর থেকে একটা শিশু তার বাবা মায়ের তত্বাবধানে থাকতে থাকতেই হয়ে ওঠে পরিবারের সম্পদ। একসময় সে আবার হয়ে ওঠে সমগ্র দেশের সম্পদও । কিন্তু সেজন্য তো প্রয়োজন তার নিখুঁত চরিত্র গঠনও। আর সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন তার বাড়ীর লোকজন, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং সমাজ, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাও। চাই অসীম ধৈর্য্য এবং অতি অবশ্যই নিখাদ অধ্যবসায় ও । বলাই বাহুল্য, একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ ও যেন থাকে সেই কর্মসূচির মধ্যে। নইলে বরবাদ হয়ে যাবে সবকিছুই।

একজন শিশুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় একেবারে তার বালকবেলা থেকেই। তখন অবোধ শিশু ভেবে তাকে যতোই শাসনে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, সকলকে মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়টাই হল তার চরিত্র গঠনের উপযুক্ত একটা ক্ষণও। আর তার জন্য তাকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে তার বাড়ীর লোকজন, বিদ্যালয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজনের সান্নিধ্যও। তার উপর ভর করেই তাকে অতিক্রম করতে হবে একটার পর একটা সিঁড়ি এবং নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠার দৌলতেই তাকে পৌঁছাতে হবে সাফল্যের উচ্চ শিখরেও।

এই ব্যাপারে তার চলার পথের প্রাথমিক স্তরটা হল তার নিজের পরিবার ই। তখন

হয়তো সে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলতে শিখেছে সমানের নিজস্ব পথেরই সন্ধানে। হয়তো সে তখন শুরু করেছে কথা বলাও। আর সেইসময়টাই হল তার মনেরই কোণে হরেক রকমের ভাবাবেগ সঞ্চারণের ক্ষেত্রভূমিও। তাই তার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্ষণে অতি অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে সকলকেই। কারণ ছোট্ট সেই শিশুর নৈতিক শিক্ষার শুরু কিন্তু তখনই। সেই সময় থেকেই শুরু হয় তার ভালো মন্দের বাছবিচার। শুধু তাই নয়, সৎ এবং সত্যবাদী তার নির্ভীক একটা প্রতীক হয়ে ওঠার সঠিক সময় তো সেটাই।

তারপর একটু একটু করে বয়স বাড়ে তার। শুরু হয় স্কুল জীবন। সেখান দিনের অনেকটা সময় ব্যয় ও করতে হয় তাদের। তাই সেই স্থান ও তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সেখনে বাড়ীর লোকজনের পাশাপাশি পাঠ ভবনের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকাও কিন্তু বিশাল। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ করাই যেন হয় তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় একটা ব্রতও।

ছোট ছোট শিশুদের বিনোদন এবং তাদের চঞ্চলমতী মনকে শান্ত ও সতেজ রাখার জন্য খোলা থাকে নির্মল পরিবেশে ভ্রমণ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিচরণের অবাধ প্রবেশাধিকারও। সেখানকার নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে নতুন কিছু শেখার সুযোগও পেতে পারে তারা । কারণ সেই স্থানই হল তাদের ভালো কাজকর্ম শেখার উৎসভূমিও। সেখানেই বৃদ্ধি পায় তাদের আত্মসচেতনতা এবং অতি অবশ্যই নিজস্ব মনোবলও।

আবার বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাজির থেকে নিজেদের নতুনভাবে চিনতে এবং বুঝতেও শিখবে তারা। ঘটবে নিজেদের অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ। আবার সেখানে নিজ নিজ চাহিদার ব্যাপারে হবে বোধদয় ও । মনটা হবে খুশীতে ভরপুর। ফলে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে বাধ্য তার নিজস্ব সাম্রাজ্য এবং সেইসঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে তার বাবা মা-সহ সংসারের অন্য সকলেরও।